১ম বর্ষ

১ম সংখ্যা
জানু-ফেব্রু-৮৫

তাওহীদের ডাক

ধর্ম, সমাজ ও তামাদ্দুন বিষয়ক

প্রসঙ্গঃ—
তাওহীদ ও উহার প্রকার ভেদ

১ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন'৮৫

সম্পাদক

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

সম্পাদক মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সহযোগীতায় মুহাম্মাদ মনীরুল ইসলাম
মুহাম্মদ এনামুল হক
মুহাম্মাদ ওসমান গনী
মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম

মুদ্রণে—ইউনাইটেড প্রিন্টার্স, রাজশাহী

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ আহ্লেহাদীছ যুবসংঘ
মাদ্রাসা মার্কেট ৩য় তলা
রাণীবাজার, রাজশাহী।

দাম : চারটাকা [নিউজ]
ছয় টাকা [সাদা]

সম্পাদকীয়

'শত ফুল ফুট্তে দাও'—এই অনুপ্রেরনা নিয়ে বাংলাদেশ আহ্লেহাদীছ যুবসংঘের ১ম পদযাত্রা শুরু হয় ১৯৭৮ এর ৫ই ফেব্রুয়ারীতে। সাত বৎসর পরে আজ তার অন্যতম স্বপ্ন সফল হলো। তরুণ লেখক-লেখিকাদের অনভ্যস্ত হাতের লেখনী নিয়ে বের হলো 'তাওহীদের ডাক' আহ্লে হাদীছ আন্দোলনের মূল দাওয়াত ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়াই হবে এর মূল লক্ষ্য। ইসলামের নির্ভেজাল সত্য জন-সমক্ষ্যে তুলে ধরাই হবে এর প্রতিজ্ঞা।

পত্রিকা প্রকাশে তরুণ সহযোগীদের সকলকে রইল আমাদের আন্তরিক ধন্য-বাদ। বিশেষ করে যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মনীরুল ইসলামের দিনরাতের পরিশ্রমের ফলেই অতি অল্প সময়ে পত্রিকা বের করতে আল্লাহ্র রহমতে আমরা সক্ষম হয়েছি। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের প্রদান করুন! আমীন! যারা প্রবন্ধ ও শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন, তাদের জন্য রইল আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ।

পরিশেষে যে মহান প্রভুর মঙ্গল ইচ্ছার ফলেই পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হ'লো। তাঁর উদ্দেশ্যে জানাই লাখো সিজদায়ে শুক্র।

Contents

সূচী

শুভেচ্ছা বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

মেহেরপুর সরকারী কলেজের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, বেশ কয়েকটি মূল্যবান বইয়ের প্রণেতা, আপোষহীন বিপ্লবী চেতনার অনুসারী অধ্যাপক এ, এইচ, এম, শামসুর রহমান বলেন—বাংলাদেশ আহলে হাদীছ যুব সংঘ জাগ্রত যুব সমাজের তৌহিদী পিপাসার একটি প্রবহমান প্রস্রবণ। লক্ষ্য এদের মহৎ, উদ্দেশ্য এদের পবিত্র। লক্ষ কোটি তরুণ-যুব হৃদয়ে কোরআন ও সুন্নাহর নির্ভেজাল বাণী সযত্নে সপে দেওয়াই এদের সতত সাধনা, উদগ্র কামনা ও নিবেদিত বাসনা। গতিশীল বহমান নেতৃত্বে এরা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পানে অগ্রসরমান। কোরআন ও সহীহ হাদীছের বাণী শহর গ্রাম প্রান্তর পেরিয়ে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে পৌছানোর মহান ব্রতে 'তৌহিদের ডাক' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে সন্তুষ্ট চিত্তে ঘোষনা করছি সুবহানাল্লাহ আদাদা খালকিহী, সুবহানাল্লাহ যিনাতা আরশিহী, সুবহানাল্লাহ মিদাদা কালেমাতিহী সুবহানাল্লাহ রিযা নাফসিহী। আলহামদুলিল্লাহ হামদান কাসীরা।

দুনিয়ার সেরা রাষ্ট্রনায়ক, অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনা প্রণেতা, সমাজ সংগঠক, সমরবিদ, দার্শনিক উভয় জগতের মানব কল্যাণকামী একমাত্র নেতা, রাহমাতুল্লিল আ'লামীন হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ) মৃত্যু শয্যায় শায়িত। মানুষের নাজাতের জন্য চিন্তিত উদ্বিগ্ন। দুনিয়ায় তৌহিদী ঝাণ্ডা উড্ডীনের জন্য তখনও তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত। সীরিয়া সিমান্তে অভিযানের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র মর্দে মুজাহিদ বাহিনী মহানবীর (সঃ) হুকুমের অপেক্ষায়। জগতবিদায়ী মহাপুরুষ ঐ অন্তিম শয্যায় একটা ভয়াবহ সংগ্রামের নেতৃত্বভার অর্পণ করছেন সেনাপতিত্ব করার নির্দেশ দিচ্ছেন এক অসমসাহসী তরুণ রক্তভাজা যুবকের প্রতি। তিনিই হযরত উসামা বিন যায়েদ।

শুধু কি তাই যাঁদের বাহু বলে ঈমান ও আমলের জোরে শত সহস্র হৃদয়ে তৌহিদের আলো প্রজ্জ্বলিত হলো, মরু বেদুঈনের মুদিত চোখে দীপ্তি এল, বদর, উহুদ, খন্দক, তাবুক, তায়েফ, কাদেসিয়া আর ইয়ারমুকের যুদ্ধের প্রান্তর তাজা রক্তে প্লাবিত হলো, হাযার বছরের রোম পারস্য-সম্রাটের জুলুম রিয়ার প্রাসাদ ধ্বংস পড়ল, এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশে কলেমার স্রোতধারা এক নব চেতনার উন্মেষ ঘটাল, সেই ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস আজ হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

এস খালিদের পাশে, এস তারিকের সাথে, এস মুহাম্মাদ বিন কাসিমের ডাকে। তুলে নাও বালাকোটে শহীদ ইসমাঈলের (রহ:) অসমাপ্ত কাজ। ফেলে দাও সমাজের পুঞ্জিভুত শিরক, বিদ'আত রসম রেওয়াজের জন্জাল। জেগে উঠ তিতুমীরের তলোয়ারের ঝংকারে।

যুব সমাজের তৌহিদী প্রাণ বন্যা আজ বিশ্বের শহর বন্দর গ্রাম স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষেত খামার ও কলে কারখানায় আর অফিস আদালতে ও বানিজ্য বিপনীতে ছড়িয়ে পড়েছে। কাজ খুবই কঠিন। বাতিল ও শত্রুর মিথ্যা ও অহমিকার সংখ্যা খুবই বেশী। তবুও আল-কোরআনের ডাকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث — فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون ○

আপনি বলে দিন, মন্দ ও ভাল এক বস্তু নয়। যদিও মন্দের সংখ্যাধিক্য আপনাকে চমকিত করে। হে জ্ঞানী সমাজ! আল্লাহকে ভয় করে চলো। তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে।—মায়েদা ১০০

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্লে হাদীছের ৫ম জাতীয় কনফারেন্সে আগত বিদেশী মেহমানদের উদ্দেশ্যে আরবী কবিতা

التهنئة والترحيب

برئيسي المؤتمر وائمة الحرمين الشريفين واجلاء علماء الملة

اهلا وسهلا فمرحبا بذوي المعالي — فحمدا بعد حمد الكبير المتعالي

ثم السلام عليك سلاما مستمرا — مادام كر الغداة ومر الليالي

ثم السلام على الحاضرين قاطبة — والدعاء لهم بالخير وحسن القول

ثم اهلا وسهلا ومرحبا ثم مرحبا — بالواردين علينا من خارج البنجال

خصوصا بالامامين الهمامين الشريفين — لبيت الله الاكرم ومسجد الرسول

فالربط الواثق بيننا وبينهم على بعد — القرآن حبل الله اشد الحبال

لأنا كلنا بهم واسمنا كاسمهم — اهل الحديث بغير ارتياب واحتيال

اذ انا نبي فعلنا شريعة — نصرنا على الهدى بعد الغي والضلال

صاحب خلق عظيم فاخترنا خالقة — وهدية من جميع الاقوال والاعمال

جعلناه حكما لنا في كل مشاجرة — وبعض الناس لا يرضى به الحصال

فيا عجبا واسفا وكيف حالهم — يوم يقوم الناس للرب ذي الجلال

نوصيهم بطاعة الاله والنبي خالصة — فان تولوا فالله الغني لا يبالي

اخرا ندعو الله ان يتقبل سعينا — فانه المسئول الوحيد في كل حال

محمد انعام الحق

ناظم التبليغ جمعية شبان اهل الحديث

بنغلاديش

درس القرآن

দরসে কুরআন

—মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

"যুবশক্তির কুরবানী ব্যতীত জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়"

وإذ قال موسى لقومه ... ... — فافعلوا ما تؤمرون O بقرة ٦٧-٦٨

বনু ইস্রাঈল কওমে সংঘটিত একটি খুনের আসামী চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়ে লোকেরা হযরত মূসা [আ:]-এর নিকট গেলে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন। জওয়াবে নিম্নোক্ত বিষয় অবতীর্ন হয়। কুরআনের ভাষায় যার অর্থ নিম্নরূপ ঃ

যখন 'মূসা নিজ কওমকে বল্লেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে একটি গরু যাবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। উত্তরে তারা বল্লো, আপনি কি আমাদেরকে ঠাট্টা করছেন? মূসা বল্লেন আমি আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাই, তিনি যেন আমাকে জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত না করেন [৬৭]। কওমের লোকেরা তখন বল্লো, বেশ তাহ'লে আপনার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি বিস্তারিত জানিয়ে দেন সেটি কেমন হবে? মূসা বল্লেন, আল্লাহ বলেছেন সেটা এমন গরু হবে যা বুড়াও নয় একেবারে বাছুর ও নয়—বরং মধ্যবয়সী। অতএব এখন হুকুম অনুযায়ী কাজ করো [৬৮]। —সূরায়ে বাক্বারাহ।

ঘটনা : তাফ্‌সীরে ইবনে কাছীরে প্রদত্ত ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, বনু ইস্রাঈলের একজন ধনী ব্যক্তির একটি মাত্র মেয়ে ছিল। তার একমাত্র ভাইপো দেখলো যে, বৃদ্ধ চাচাকে যদি মেরে ফেলা যায়, তাহ'লে তার মেয়ে বিয়ে করে রাতারাতি অগাধ সম্পত্তির মালিক হওয়া যাবে। অন্যদিকে খুনের দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে রক্তমূল্য [দিয়াত] হিসাবে বেশ কিছু টাকা ও পাওয়া যাবে। পরিকল্পনা মতে সে এক রাতে তার চাচাকে হত্যা করে লাশটা এক গোত্রের সিংহ দরজার সামনে ফেলে এলো। এবং সকালে দল-বল নিয়ে গিয়ে ঐ গোত্রের নিকট রক্তমূল্য দাবী করে বসলো। নতুবা যুদ্ধের হুমকি দিল। ঐ গোত্রের নির্দোষ লোকেরা তখন উপয়ান্তর না দেখে হযরত মূসা [আ:]-এর নিকট গেল। হযরত মূসা (আ:) তাদের

জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলে উপরোক্ত আয়াত সমূহের মর্ম অনুযায়ী অহি নাযিল হয়। অহির নির্দেশ অনুযায়ী বর্ণিত গুণসম্পন্ন একটি জোয়ান গরু যবাহ্‌ করা হলো। এবং তার টুকরা ঐ নিহত ব্যক্তির গায়ে নিক্ষেপ করা হলো। এতে আল্লাহ্‌র রহমতে নিহত ব্যক্তি জীবন ফিরে পেয়ে হত্যাকারীর নাম ও হত্যার কারণ বলে দিয়ে পুনরায় আল্লাহর হুকুমে মারা গেলেন। ফলে হত্যাকারী মৃত্যুদণ্ড লাভ করলো এবং বনু ইস্রাঈলের কওম একটি সাক্ষাত গৃহ যুদ্ধের হাত থেকে বেঁচে গেল। সত্য বিজয়ী হলো।

শিক্ষা : হযরত মূসা (আঃ)-এর আমলের একটি ঘটনা আমাদের শুনানোর পিছনে শিক্ষনীয় কতগুলি ব্যাপার আছে। যেমন (ক) সমাজের যুব শক্তি যদি দুশ্চরিত্র হয়, তাহ'লে সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ তারা ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়। যেমন বনু ইস্রাঈলের উপরোক্ত ঘটনার মূল দায়ী ছিল একজন তরুণ। অতএব তরুণ সমাজকে চরিত্রবান করে গড়ে তোলাই জাতির সর্বাপেক্ষা বড় কর্তব্য। (খ) কোন অপরাধ তদন্তের জন্য দুনিয়াবী বিচার-বুদ্ধি ও সাক্ষ্য প্রমাণই যথেষ্ট নয়। এর জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য চাইতে হয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে, উক্ত ঘটনার ফরিয়াদী লোকেরা যদি 'ইন্‌শা-আল্লাহ' না বলতো, তাহ'লে কেয়ামত পর্যন্ত ঐ খুনের আসামীর হদিস মিলতো না। (গ) মানুষ যখন অন্তর দিয়ে আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহ সে ডাকে সাড়া দেন। তবে অনেক সময় সে সাহায্য এমন ভাবে আসে, যা মানুষের স্বাভাবিক চিন্তাবুদ্ধির বাইরে। যেমন এখানে খুনের আসামী খুঁজে বের করার পদ্ধতি হিসাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে গরু যবাহের নির্দেশ দেওয়া। এটা ছিল একটা অস্বাভাবিক পন্থা। আর সে কারনেই লোকেরা ভেবে নিয়েছিল যে, মূসা (আঃ) তাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। কিন্তু অবশেষে বিনা তর্কে আল্লাহ্‌র নির্দেশ যখন তারা মাথা পেতে নিল, তখনই আসল তথ্য উদঘাটিত হলো। এখানে শিক্ষনীয় বিষয় এই যে, নিজেদের চিন্তাবুদ্ধির বাইরে হ'লেও আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ চোখ বুঁজে মেনে নেওয়ার মধ্যেই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সঠিক কল্যাণ নিহিত। [ঘ] একটি মোর্দা কওমকে যেন্দা করতে গেলে যুব-শক্তির আত্মত্যাগই হলো প্রধান পূর্বশর্ত। উক্ত ঘটনায় নিহত ব্যক্তিকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে এমনিতেই যেন্দা করতে পারতেন। কিন্তু সরাসরি তা না করে তিনি মাধ্যম হিসাবে বাছাই করে নিলেন একটি জোয়ান গরুর কুরবাণীকে। সমাজ জীবনের সকল স্তরে আল্লাহ্‌র আইনের যথাযথ রূপায়নের জন্যেও তাই প্রয়োজন যুগে যুগে একদল নিবেদিত প্রাণ যুবশক্তির। যাদের ত্যাগের বিনিময়েই সমাজ লাভ করবে স্থায়ী কল্যাণ ও মুক্তি। (ঙ) সমাজের তরুণ অংশকে আদর্শবান হয়ে গড়ে উঠতে

Contents

হবে। বিভ্রান্ত তরুণদের মোকাবিলায় হক-পন্থী তরুণদের সংখ্যাশক্তি কম হ'লে ও ত্যাগ ও কুরবাণীর বদৌলতে তাদের আদর্শ সমাজে বিজয় লাভ করবে। যেমন পরবর্তী তিনটি আয়াতে জোয়ান গরুটির বিভিন্ন গুণ বর্ণনা করে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটি গরুর কুরবাণীই হত্যায় নায়ক তরুণ ও তার দলবলের সকল কারসাজি ব্যর্থ করে দিয়েছে। অমনিভাবে সংখ্যায় কম হ'লেও চাই যুগে যগে এমন একদল তরুণের, যারা আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী দুনিয়াবী সকল চাওয়া-পাওয়াকে কুরবাণী দিতে প্রস্তুত থাকবে। এবং তাদেরকে এজন্য অবশ্যই প্রথমে আদর্শিক গুণে গুণান্বিত হ'তে হবে।

গরু যবাহের উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষে সূরাটির নাম করণে বিষয়টির গুরুত্ব আর ও বেড়ে গেছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর মনোনীত যুবশক্তি হিসাবে কবুল করে নিন। আমীন !!

শুভেচ্ছাবাণী

* ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের জনৈক মুখলিছ ভাই আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের নিরলস কর্মী জনাব আলহাজ্জ্ আবদুল করীম মুহাম্মাদ বি, এ এক পত্রে লেখেন—

"আপনারা বাংলা ভাষায় 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকা বের করছেন জানতে পেরে অত্যন্ত খুশী হলাম। আশা করি এই বিপ্লবী পত্রিকা জাতির সংস্কার সাধনে ব্রতী হবে। বাংলাদেশের মানুষ নবজীবনের সাড়া পাবে। আর্থিক ও লেখনী দিয়ে সাহায্য করে একে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি সকল জামাআত দরদী ভাইদের নিকট আবেদন করছি।' ———[উর্দূ হ'তে অনুবাদ]

* পাকিস্তান আহ্‌লেহাদীছ যুবসংঘের [জমঈয়তে শুব্বানে আহলেহাদীছ, লাহোর] সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ইউনুস চৌধুরী বলেন—

"তাওহীদের ডাক" পত্রিকা বের করে আপনারা লেখনীর ময়দানে পা রাখছেন জানতে পেরে আমরা দারুণভাবে খুশী হয়েছি। আমি আশা করি সফলতা আপনাদের পদচুম্বন করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই পত্রিকা 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার এর প্রোগ্রামকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। এবং দ্বীনের প্রকৃত তাৎপর্য উদঘাটনে সক্ষম হবে। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন। আমার পক্ষ হ'তে আন্দোলনের সকল সাথী ভাইকে সালাম রইল।" (উর্দূ হ'তে অনুবাদ)

درس حديث

দরসে হাদীছ

—মুহাম্মাদ আবদুস সালাম

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلعم سبعة يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشأ في عبادة الله الخ متفق عليه -

আখেরাতে ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এরশাদ করেছেন যে, সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ্‌র আরশের ছায়ায় স্থান পাবে সেই দিনে, যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবেনা। ১—ন্যায়পরায়ণ নেতা বা শাসক ২—ঐ যুবক যে আল্লাহ্‌র ইবাদাতের মধ্যে বর্ধিত হয়েছে। ৩—ঐ ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদের সঙ্গে ঝুলন্ত থাকে মসজিদ হ'তে বেরিয়ে যাওয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত। ৪—ঐ দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌র জন্য পরষ্পরের বন্ধু হয়েছে। আল্লাহ্‌র জন্যই তারা একত্রিত হয় এবং আল্লাহ্‌র জন্যই পৃথক হয়। ৫—ঐ যুবক যাকে একজন বংশীয়া সুন্দরী যুবতী (খারাব উদ্দেশ্যে) ডাকে, অথচ সে বলে দেয় যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬—যে ব্যক্তি গোপনে দান করে এমনভাবে যে, তার বাম হাত জানতে পারে না ডান হাতের খবর। ৭—নির্জনে আল্লাহ্‌র স্মরণে যে ব্যক্তির দুই চক্ষু দিয়ে অবিরলধারে অশ্রু প্রবাহিত হয়।'—বুখারী ও মুসলিম

ব্যাখ্যা : আখেরাতে ভাগ্যবান সাত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রথম ঐ শ্রেণীর লোক হবেন যাঁরা সমাজে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি রাষ্ট্রনেতা ও হ'তে পারেন ম্যাজিষ্ট্রেট ও হ'তে পারেন, পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের নেতা ও হ'তে পারেন। মোট কথা সমাজের বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তি, বিশেষ করে রাষ্ট্র প্রধান যদি ন্যায় পরায়ণ হন, তাহ'লে তিনি কেয়ামতের ভয়ংকর মুহূর্তে আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়ায় আশ্রয় পাবেন।

এ ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার স্পষ্ট সংজ্ঞা জানা থাকা ভাল। ইসলামী আকীদা মতে ন্যায়-অন্যায়ের সঠিক মানদণ্ড হ'লো আল্লাহ্‌র অহি—যা কেবল মাত্র কুরআন

Contents

ও সুন্নাহ্‌র মাঝেই নিহিত। যিনি যত বড় নেতা, বিদ্বান, পীর-আউলিয়া হউন না কেন, কুরআন বা সুন্নাহ বিরোধী কারো কোন কথা, কাজ বা হুকুম পালন করতে কোন মুসলমান বাধ্য নয়।

২য়—ঐ যুবক যে আল্লাহ্‌র ইবা-দাতের মধ্যে বর্ধিত হয়েছে। কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যৌবনকালেই মানুষ সাধারণত: বিভ্রান্তির শিকার হয়। তাই যৌবনকালেই যদি কেউ শয়তানের আনুগত্য না করে আল্লাহ্‌র আনুগত্য উপাসনায় ব্যয় করে, তবে সেই যুবকই হবে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশীল যুবক। সমাজে রহমানী ও শয়তানী দুই খেয়ালের যুবক সব সময় দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবার জন্য যুগে যুগে রহমানী খেয়ালের যুবকদেরকেই বাছাই করে নিয়েছেন। বিগত যুগে আছহাবে কাহাফের ঘটনায় যেমন আমরা তিন জন তরুণকে দেখেছি, তেমনি অত্যাচারী জালূতকে শাসন ক্ষমতা থেকে হটানোর জন্য আল্লাহ পাক তালূত বা দাউদের মত তরুণদেরকেই বাছাই করে দায়িত্ব দিলেন। আমরা জানি ইসমাঈলের কুরবানী ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। জানি নবুওতের পূর্বে তরুণদের নিয়ে সমাজ-সংস্কার বা অন্যায় প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আমাদের নবীর 'হিলফুল ফুযূল' সংগঠন তৈরীর ইতিহাস। বদরের যুদ্ধে ইসলামের সেরা দুশমন আবুজেহেল লজ্জাষ্করভাবে নিহত হয়েছিল 'মু'আয' ও 'মু'আউঅয' নামক ১৪/১৫ বৎসরের দুইজন তরুণের হাতে মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে সিরিয়া জয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত মুসলিম বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব আল্লাহ্‌র নবী (ছা:) দিয়েছিলেন মাত্র ২৫ বছরের যুবক উসামার হাতে। সর্ব প্রথম সিন্ধু বিজিত হয় ৯৩ হিজরীতে মাত্র ১৭ বৎসরের তরুণ মুহাম্মদ বিন কাসেমের হাতে। স্পেন বিজিত হয় যুবক সেনাপতি তারেক বিন নুছাইয়ের হাতে। এজন্যেই তো ছাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) যুবকদের দেখলেই খুশী হয়ে মারহাবা জানাতেন ও বলতেন, 'তোমরাই আমাদের উত্তর সূরী এবং পরবর্তী আহলেহাদীস' (হাকেম ১-৮৮)। আহলেহাদীছ বলতে তিনি কুরআন ও হাদীছ পন্থী যুবকদেরকেই বুঝাতে চেয়েছেন, রায় ও বিদ'আত পন্থী যুবকদের নয়। মোটকথা আকীদা ও আমলে পূর্ণভাবে যারা নিজেকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে উপাসনায় সোপর্দ করে দিয়েছে, কুরআন ও হাদীছপন্থী সেই যুবকরাই মাত্র আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে কেয়ামতের মাঠে আশ্রয় পাবে।

সম্পূর্ণ হাদীছটিকে শ্রেণী পরম্পরা হিসাবে সাজালে দেখতে পাওয়া যাবে যে, জাতীয় নেতৃত্বের পিছনে ঐক্য বদ্ধ চরিত্রবান যুবশক্তি প্রয়োজন। আর ইসলামের সার্বিক বিজয়ের জন্য প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরে বিভিন্ন গুণের মানুষ। যারা বিভিন্ন সেক্টরে কার্য্যরত থাকলেও আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে সকলের একটিই লক্ষ্য থাকবে আল্লাহ্‌র অনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহ আমা-দেরকে তাঁর মনোনীত বান্দা হিসাবে কবুল করে নিন! আমীন!!

ইসলামের মূলমন্ত্র তাওহীদ

আবদুল মতীন সালাফী

আল্লাহ্‌র একত্ব ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস পোষনই হচ্ছে তাওহীদের মূলমন্ত্র। 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, মুহাম্মদ (ছা:) আল্লাহ্‌র রাসূল'—এই কলেমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে উহার যথার্থ রূপায়নের ফলে অধ:পতিত আরববাসীগণ একটি মার্জিত ও প্রগতিশীল জাতিরূপে বিশ্বের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ঈমান

যে ঈমান হচ্ছে ইসলামের প্রধান ভিত্তি-স্তম্ভ, সেই ঈমান শব্দটি 'আমন' ধাতু হ'তে নিষ্পন্ন। 'আমন'-এর প্রকৃতি অর্থ হচ্ছে প্রশান্তি, আর ঈমানের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস বা অন্তরের গভীর প্রত্যয়। শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান হচ্ছে তিনটি বস্তুর সমন্বয়ের নাম : [১] অন্তরের বিশ্বাস [২] মুখের স্বীকৃতি এবং [৩] আরকান সহ আমল বা আহকামের বাস্তবায়ন।

হযরত নবী করীম [ছা:] জিব্রীলের [আ:] প্রশ্নের উত্তরে ঈমানের সংজ্ঞা নিম্নরূপ প্রদান করেছেন : ঈমান হ'লো—আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগন, তাঁর কেতাব সমূহ, তাঁর প্রেরিত রসূলগণ, পরকাল এবং তকদীরের ভালমন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

উক্ত বিষয় সমূহ ঈমানের রুকন [স্তম্ভ] বিধায় সংক্ষেপে সেগুলোর ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ব হলো।

[১] আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান :—আল্লাহ ইস্‌মে যাত। তিনি যাবতীয় গুনের পূর্ণ অধিকারী, সকল ত্রুটি হ'তে মুক্ত, অক্ষয়, অব্যয়, এক নিশ্চিত সত্বা। আল্লাহ শব্দের অনুবাদ বা প্রতি শব্দ পৃথিবীর কোন ভাষায় হয়নি, হবে ও না। ইহা অনাদি আল্লাহ্‌র অনাদি নাম। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ঠিক সেই ভাবে আনতে হবে যে ভাবে আল্লাহ স্বীয় পাক কালামে এরশাদ করেছেন। যেমন তিনি বলেন—"আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসত্ব ও বিশ্বসত্বার ধারক ["আলে ইমরান ২]। "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট আসমান ও যমীনের কিছুই গোপন থাকেনা। তিনি যেরূপ চাহেন.

মাতৃগর্ভে সেভাবেই তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞাময়”—[ঐ ৫, ৬]।

২ ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান :

ফেরেশ্‌তাগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম অংগ। ফেরেশ্‌তাগণ নূর হ'তে সৃষ্ট [মুসলিম]। আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে তারা বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে সদা তৎপর থাকেন। যেমন জিব্রীল [আঃ] নবীদের নিকট আল্লাহ্‌র অহি বহন করে আনেন [শু'আরা ১৯৩-৯৪, মু'মিন ১৫]। অনেকেই আল্লাহ্‌র আরশ বহন করে থাকেন [মু'মিন ৭] অনেকেই আদম সন্তানাদির রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্বে আছেন [রা'দ ৩১] অনেকেই বান্দাগণের আমল সমূহ লিপিবদ্ধ করেন [ক্বাফ ১৭, ১৮] অনেকেই জান্নাত ও জাহান্নামের তত্ত্বাবধানে আছেন [যুমার ৭১ ৭২, ৭৩]।

এমনিভাবে ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে কেউ আছেন জান কবযের কাজে, কেউ কবরে সওয়ালজওয়াবের কাজে, কেউ বৃষ্টি দানের কাজে এবং কেউ বা আছেন সিংগায় [কেয়ামতের] ফুঁক দেওয়ার জন্য অধীর অপেক্ষায়। এ ছাড়াও কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ফেরেশ্‌তাদের সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সেসবের প্রতি যথাযথ বিশ্বাস স্থাপনের নামই হলো ফেরেশ্‌তাগণের উপর ঈমান আনা।

৩। কেতাব সমূহের উপর ঈমান :

আসমানী কেতাবসমূহে এবং যা কিছু সেই কেতাবসমূহের মধ্যে অবিকৃতভাবে বিদ্যমান রয়েছে, তৎসমুদয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করাই হচ্ছে কিতাব সমূহের উপর ঈমান আনা। মানবজাতির কল্যাণের জন্য ফেরেশ্‌তা মারফত নবীগণের নিকট ঐ কিতাবসমূহ অবতীর্ন হয়েছে। তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর, হযরত ইব্রাহীমের ছহীফা ইত্যাদি নাম কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। কুরআন মজীদ সর্বদেশের সর্বযুগের সকলের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত অবশ্য গ্রহনীয় কিতাব। আসমানী কেতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখার জন্য বহু আয়াতে তাকীদ প্রদান করা হয়েছে। যেমন : বাকারাহ ৪, আলে ইমরান ৩, ৪, ৮৪, ১৯৯, মুমিন ৭০, হাদীদ ২৫ প্রভৃতি।

৪। রাসূলগণের প্রতি ঈমান :

আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে নবী ও রাসূলগণকে যে আদেশ ও নিষেধ বাণী জানিয়েছেন, তাঁরা সে অনুযায়ী তাঁদের উম্মতকে হেদায়েত করে গিয়েছেন। তাঁরা রেসালাতের দায়িত্ব পালনে কোনরূপ ত্রুটি করেননি। আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। তাঁদের সকলেরই সাধনা ও সংগ্রাম ছিল আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। রাসূলদের উপরে বিশ্বাস স্থাপনকরা ও তাঁদেরকে সর্ব উপায়ে

সহযোগিতা করা ঈমানের অন্যতম শর্ত।
—হাদীস ২৫

৫। পরকালের প্রতি ঈমান ঃ

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অন্যতম অঙ্গ। আখেরাত অবিশ্বাসীদেরকে কাফের রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে [তাগাবুন ৭]। আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, কবরের আযাব, কবরে সওয়াল-জওয়াব, মীযান, পুলছিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম প্রভৃতি সকল বিষয়ের উপরে সন্দেহাতীত ভাবে বিশ্বাস পোষন করা। পবিত্র কুরআনে ও হাদীছে উক্ত বিষয়ে বহুস্থানে উল্লেখ রয়েছে।

৬। তাক্বদীরের প্রতি ঈমান।

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি হায়াত-মউত, মাল-দৌলত ইত্যাদি সব-কিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তেই সংঘটিত হ'য়ে থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) কসম খেয়ে বলতেন ওহোদ পর্বতের সমান যদি কারোর সোনা থাকে এবং তার সমস্তই যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা হয়, তবুও আল্লাহ তার এই দান কবুল করবেন না। যতক্ষণ না সে তাকদীরের ভাল ও মন্দের উপর ঈমান আনবে। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, 'আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃজিতব্য বস্তুর তাকদীর নির্ধারিত করে রেখেছেন। সে সময় আল্লাহ্‌র আরশ ছিল' পানির উপর (মুসলিম)। আল্লাহ আমাদের পাক এরশাদ করেন যে 'বল ঃ আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছু হবে না। তিনিই আমাদের কর্ম বিধায়ক' (তওবা ৫১)।

ঈমান নষ্টকারী ১০টি বিষয় ঃ

ঈমান বিনষ্টকারী দশটি বিষয় সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব নজদী (রহঃ) যা বর্ণনা করেছেন, সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ।

১। আল্লাহ্‌র এবাদতে অন্যকে শরীক করা। যেমন মৃত ব্যক্তিকে আহবান করা, তাদের নিকট বিপদ হ'তে উদ্ধারের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা, তাদের নামে মানত ও কুরবানী করা প্রভৃতি।

২। (মাধ্যম বা অসীলা পুজা) যারা নিজেদের ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে মাধ্যম নির্বাচন করে। তাকে আহবান করে ও তার উপর ভরসা করে, তারা সর্বসম্মতি-ক্রমে কাফের হয়ে যায়।

৩। যারা মুশরিকগণকে কাফের মনে করে না, বা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে, বা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করে, তারা কাফের হয়ে যায়।

৪। যে ব্যক্তি তাগুতের (খোদাদ্রোহী শক্তির) হুকুমকে নবী (ছাঃ) এর হুকুম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মনে করে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি এই জাতীয় কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন—(ক) মানবরচিত বিধান ও নিয়ম

Contents

প্রভৃতি ইসলামী শরীয়ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করা কিংবা একথা মনে করা যে বর্তমানে ইসলামী বিধান যুগোপযোগী নয় অথবা এমন ধারণা করা যে, ইসলামই মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ অথবা এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, ধর্ম আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। (খ) চোরের হাত কাটা, বিবাহিত ব্যভিচারীর প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা প্রভৃতি আধুনিককালে যুক্তি সংগত নয়, এরূপ মনে করা (গ) এরূপ আকীদা পোষণ করা যে, শরিয়তী বিষয় বা অন্যান্য বিষয় আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান ছাড়া বিচার ফয়ছালা করা জায়েয। কেননা এর ফল দাঁড়াবে এই যে, সে কখনো কখনো নিশ্চিত হারাম বস্তু যেমন যেনা, শরাব, সুদ ইত্যাদিকে হালাল মনে করে বসবে।

৫। শরয়ী বিধানের কোন কিছুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তি কাফের। যদিও সে উক্ত বিধানের উপর অসন্তুষ্ট চিত্তে আমল করে থাকে [মুহাম্মাদ ৯]।

৬। শরীয়াতে মুহাম্মাদীর কোন অনুশাসন কিংবা তার জন্য নির্ধারিত ছওয়াব ও শাস্তিকে যে বিদ্রুপ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে [তাওবাহ ৬৫, ৬৬]।

৭। জাদু করা [বাকারাহ ১০২)।

৮। মুসলমানদের বিরুদ্ধে মশরিকগণকে সাহায্য করা।

৯। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মদ [ছ:] এর বিধান হ'তে বের হয়ে যাওয়া কোন কোন লোকের জন্য বৈধ, তবে সে কাফের হয়ে যাবে [আলে ইমরান ৮৫]।

১০। আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া অথবা যেসব বস্তু ব্যতীত ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনা, সেসব বস্তু সম্পর্কে অনবহিত থাকা এবং তার উপরে আমল না করা।

—তাওহীদ—

তাওহীদ ইসলামের মূলমন্ত্র। তাওহীদের ডাক একমাত্র নবী মুহাম্মদ মুছ্তফা ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামই দেননি, বরং মানব জাতীর আদি পিতা হযরত আদম [আ:] হ'তে শুরু করে হযরত ঈসা [আ:] পর্যন্ত যত নবী ও রাসুল পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন, তাঁরা সবাই উদাত্ত কণ্ঠে তাঁদের স্ব স্ব সম্প্রদায়কে তাওহীদের আহবান জানিয়েছেন [নাহাল ৩৬]।

তাওহীদের কলেমার ঋণাত্মক ও ধণাত্মক দু'টি দিক রয়েছে। ঋণাত্মক দিকটি এই যে, সর্বপ্রকার তাগুত অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুকে পুজার যোগ্য হিসাবে অস্বীকার করা। আর ধনাত্মক দিকটি হলো ইবাদত এবং আনুগত্য বরণ একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই সাব্যস্ত করা। মোদ্দা কথা হলো মানুষ কেবল আল্লাহরই ইবাদত করবে, অন্য কারু নয়। দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, পুণ্য অর্জনের জন্য প্রথমে পাপ বর্জন করতে হবে।

তাওহীদের প্রকরণ

তাওহীদ তিন প্রকার : তাওহীদে রবূবিয়াত [২] তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত [৩] তাওহীদে উলূহিয়াত বা ইবাদাত।

তাওহীদে রবূবিয়াত হ'লো আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা, জীবনদানকারী, মৃত্যু-দানকারী ও এককভাবে সমস্ত কিছুর পরিচালক হিসাবে স্বীকার করা। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে আলোচিত হয়েছে। যেমন সূরায়ে আন'আম ১, রা'দ ১৬, রূম ৪০, নাজ্ম ৪৩—৪৫, আলে ইমরান ২৬, ২৭, ফাতির ২৭, ২৮ যারিয়াত ৫৮, মারিয়াম ৭, হা-মীম সাজ্-দাহ্ ৯, ১০, প্রভৃতি।

উল্লেখ্য যে, তাওহীদে রবূবিয়াতকে সকলেই স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। এমনকি মক্কার মুশরিক গণ ও এটা বুঝতো ও স্বীকার করতো। যেমন সূরায়ে ইউনুস ৩১ আয়াতে বর্নিত হয়েছে—(হে নবী আপনি মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস করুণ) 'আসমান ও যমীন থেকে তোমাদের রুযীর সংস্থান করে থাকেন কে? তোমাদের শ্রবন ও দৃষ্টি শক্তি কার কর্তৃত্বাধীন? কে জীবন্তকে মৃত হ'তে এবং মৃতকে জীবন্ত হ'তে বের করে আনেন? কোন সেই মহান সত্বা যিনি কুদরতের সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করেন? ওরা নিশ্চয়ই জওয়াবে বলবে—আল্লাহ। আপনি বলুন, তা হ'লে এর পরেও তোমরা কেন সংযত হয়ে চলো না?"

মোট কথা তাওহীদে রবূবিয়াত হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। সারা জাহানের একমাত্র মালিক তিনি। জীবন ও মরন, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ একমাত্র তাঁরই দেওয়া। অতএব ভয় করা, কিছু চাওয়া, বিপদে-আপদে আশ্রয় নেওয়া একমাত্র তাঁর নিকটে করতে হবে।

২। তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত হচ্ছে আল্লাহ পাক স্বীয় সত্তার জন্য যে নাম ও গুনাবলী সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলির প্রতি সেইভাবে ঈমান আনা। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও রসূল যেসব গুণাবলী আল্লাহর সত্তার জন্য অস্বীকার করেছেন. সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা। সালফে ছালেহীন আল্লাহ্র ছিফাত বা গুনাবলীকে যেমন বর্নিত হয়েছে, তেমনই বিশ্বাস করতেন। যেমন আল্লাহ "আরশে সমা-সীন"। এখানে ইস্তাওয়া বা সমাসীন শব্দটির তাৎপর্য্য জানতে চাইলে ইমাম মালেক (রহঃ) জওয়াবে বলেছিলেন—

,,ইস্তাওয়া (সমাসীন) শব্দটির অর্থ আমাদের জানা। অবস্থাটা অজানা, আর সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাটা বিদআত।" অর্থাৎ এসব বিষয়ে বিস্তারিত না জেনেই ঈমান আনা অপরিহার্য্য।

আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুনাবলী

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। যেমন তিনি হলেন শ্রেষ্ঠতম ও সুবিরাট (নিসা ৩৪), তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা (নিসা ৫৮), কর্ম বিধায়ক তিনি (নিসা ১৩২), সর্বশক্তিমান তিনি (বাকারাহ ২০), তিনি সর্বজ্ঞ (ফাতির ৪৪), তিনি অভাব-মুক্ত ও পরম সহনশীল (বাকারাহ ২৬৩), আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (নিসা ২৩), তিনিই অধিপতি নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, প্রবল ও পরাক্রমশালী, তিনি শরীক হ'তে মুক্ত. তিনিই সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা ও সকল উত্তম নাম তাঁরই (হাশর ২৭-২৪]।

আল্লাহ পাকের ছিফাত দু'প্রকারের [১] ছিফাতে যাতী [অর্থাৎ সত্তাগত গুণাবলী। যেমন তিনি দয়াময়)। [২] ছিফাতে ফে'লী [অর্থাৎ কর্মগত গুনাবলী। যেমন তিনি জীবন ও মৃত্যু দানকারী। কুরআনে এসবের ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে।

তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাতের দাবী হচ্ছে এই যে, তার বিপরীত কল্পিত নাম ও তার অনুপযোগী গুণাবলীকে অস্বীকার ও বর্জন করতে হবে। তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাতের অস্বীকৃতি তিন ভাবে হয়ে থাকে। যেমন—

১। আল্লাহ্র নাম গুণাবলীর স্থানে অন্য কারোর নাম গ্রহণ করা। যেমন মুশরিকগণ 'আল্লাহ্র' পরিবর্তে 'লাত' 'আযীমের' পরিবর্তে 'উয্যা', 'মান্নানের' পরিবর্তে 'মানাত' নাম পরিগ্রহ করেছিল।

২। আল্লাহ্র সিফাতগুলির কায়ফিয়াত প্রদান করা। যেমন সাদৃশ্যবাদী ['মুশাবিবহা']গণ আল্লাহ্র গুণাবলীকে মানুষের গুণাবলীর সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। আল্লাহ্র হাত-পা কান ইত্যাদি মানুষের হাত-পা কানের মতই ধারণা করেন।

৩। অনেকে আল্লাহ্র গুণাবলীকে একেবারেই অস্বীকার করেন. এরা দু'দলে বিভক্ত। একদল বলেন আল্লাহ্র গুণাবলী কেবল নাম সর্বস্ব যেমন তারা বলে থাকেন যে, আল্লাহ রহমত ছাড়াই "রহমান" ইলম ছাড়াই 'আলীম', কান ছাড়াই শ্রোতা চক্ষু ছাড়াই দ্রষ্টা, শক্তি ছাড়াই শক্তিবান ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্যদল আল্লাহর সকল গুনাবলীকে একেবারেই অস্বীকার করেণ। এদেরকে 'মুয়াত্তিলাহ' বলা হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, মুসলমানগণ বহুধা বিভক্ত হওয়ার মূলে রয়েছে তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাতের ভ্রান্ত উপলব্ধি। এরই ফল শ্রুতিতে কেউ মু'তাযিলা, কেউ কাদরিয়া কেউ যাবরিয়া, কেউ আশায়েরা ইত্যাদি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

আল্লাহ পাক সত্যিই বলেছেন, "অসৎকে সৎ হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ, আল্লাহ বিশ্ব-বাসীকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না।' আলে ইমরান ১৭৯।

ফলকথা : নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সত্তায়, নাম করণে এবং তার গুনাবলীতে এক ও

একক, তাঁর রয়েছে উত্তম নামসমূহ এবং পূর্ণ পরিণত নিখুঁত গুনাবলী, তিনি অসম্য ও অতুল্য। তিনি এক এবং সর্ববিষয়ে অন্য নিরপেক্ষ ও সকলের জন্য নির্ভর কেন্দ্র। তিনি কাউকেও জন্ম দেননা, তিনি জাতও নন এবং তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই। তৎ-সদৃশ্য কোন কিছুই নেই এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই এবং প্রসংশা ও একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। আর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান, তিনি যখন যাই চান তাই করেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভু-প্রতি-পালক, তার কোন শরীক নেই, তার প্রয়োজন নেই কোন সাহায্যকারীর এবং কোন সহযোগীর। তাঁর অনুমতি ভিন্ন কেউ, এবং যার শাফায়াতে তিনি সন্তুষ্ট, সে ছাড়া অন্য কেউ তার নিকট শাফায়াত করতে পারেনা। বস্তুত: এগুলোই হচ্ছে আমাদের আকীদা।

৩। তাওহীদে উলুহিয়াত বা ইবাদাত হচ্ছে : সর্বপ্রকার ইবাদাত—তা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হৌক, একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই এককভাবে নির্দিষ্ট করা ও ইবাদতের ব্যাপারে তার সাথে কাউকে শরীক না করা। বান্দার ইবাদাত যদি একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে নির্দিষ্ট হয়, তবে সেই বান্দাকে 'মুওয়াহ্‌হিদ' বলা যাবে। আর যদি সেই ইবাদতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টবস্তুকে শরীক করা হয় অথবা আল্লাহ ছাড়া সেই কাজে কোন মাখ্‌লুককে খুশী করা উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই ব্যক্তিকে মুশরিক বলা হবে।

তাওহীদে ইবাদাত যদি মানুষ পূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারে, তাহলে তাওহীদে রবুবিয়াত ও তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত বুঝতে কোনরূপ ভুল হবে না। কিন্তু তাওহীদে রবুবিয়াত বুঝলেই এবং তার উপরে ঈমান থাকলেই কোন ব্যক্তি মুওয়াহ্‌হিদ না ও হতে পারে। যেমনটি ঘটেছিল মক্কার মুশরিকদের ব্যাপারে। শুধু শেষ নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা [ছাঃ] এর সঙ্গেই নয়, সকল নবীর সাথেই নিজ নিজ কওমের সংগ্রাম ছিল একমাত্র তাওহীদে ইবাদাতকে কায়েম করার প্রশ্নে এবং ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য খালেছ করার ব্যাপারে।

প্রথম নবী আদম [আ:] থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ [ছাঃ] পর্যন্ত সকল নবী-রসূলের প্রেরন এবং তাদেরকে কিতাব ও ছহীফা প্রদানের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল আল্লাহ্‌র যমীনে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতকে প্রতিষ্ঠা করা। এই তাওহীদের কারনেই জিহাদ ফরয হয়েছে, এরই জন্য জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এরই সঠিক প্রয়োগের ফলে কেউ মুওয়াহ্‌হিদ হয়েছে। আর তার অপপ্রয়োগে কেউ মুশরিকরূপে আখ্যায়িত হয়েছে। এরই জন্য পিতা ও পুত্র, মাতা ও কন্যা, স্বামী ও স্ত্রী, ভ্রাতা ও ভগ্নির মধ্যে ঘটেছে বিরোধ, সংগ্রাম ও বিচ্ছেদ। এরই জন্যে

Contents

মুসলমানদেরকে স্বীয় গৃহ ও দেশ ছেড়ে বিভিন্ন দেশে হিজরত করতে হয়েছে। এরই কারনে কেউ হবে জান্নাতী, কেউ হবে জাহান্নামী।

কুরআনের বৃহত্তর অংশ এই তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই অবতীর্ন হয়েছে। আল্লাহ বলেন 'বিধান প্রদানের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই! তিনি আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারুরই ইবাদাত না করতে। আর এটাই হলো সরল সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন।' —ইউসুফ ৪০

মোটকথা ইবাদাতকে সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই খালেছ করা এবং নিখুঁতভাবে রাসূলুল্লাহ [ছাঃ] এর সুন্নাত মোতাবেক ইবাদাতকে সম্পাদন করাই হ'লো 'তাওহীদে ইবাদত।'

প্রশ্ন ১:—তাওহীদে রুবুবিয়াত, আস্‌মাওয়া ছিফাত এবং ইবাদাত—এই তিন প্রকার তাওহীদের মধ্যে জাহেলী যুগের আরবদের মধ্যে কোন তাও-হীদের অভাব ছিল যেজন্যে তাদেরকে কাফিরবলা হলো?

উত্তর: জাহেলী আরবরা প্রথম দু'প্রকার তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। তারা আল্লাহকে 'রব' হিসাবে; 'রহমান' ও 'রাযযাক' হিসাবে বিশ্বাস করতো। এমনকি অনেকে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশে ও বিশ্বাসী ছিল। তারা নিজেদের নাম আবদুল্লাহ, আবদুল মুত্তালিব প্রভৃতি রাখতো। বৎস-রান্তে হজ্জ ও করতো। এতদসত্বেও তারা মুসলমান ছিলনা এই কারনে যে, তাদের মধ্যে তাওহীদে ইবাদাত ছিল না। তাওহীদে ইবাদাতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ২:—যদি কেউ মুখে কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করে, নামায রোযা ও করে। কিন্তু বৈষয়িক বা ব্যব-হারিক জীবনে আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করে, সে কি মুসলিম থাকতে পারবে?

উত্তর: কখনোই নয়। মহানবী (ছাঃ) এর মৃত্যুর পরে হযরত আবু বকর (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করেছিলেন। যদিও তারা কলেমা পড়তো ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতো। রোযা রাখতো। রাসূলুল্লাহ [ছাঃ] 'খারেজীদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদিও তারা বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে এমনভাবে নামায পড়তো যে ছাহাবীগণ অনেক সময় তাদের তুলনায় নিজেদেরকে হেয় মনে করতেন। অথচ এ সব কোন কাজে লাগেনি তৌহিদের মৌলিক বিশ্বাসে খুঁত থাকার কারনে।

যে ব্যক্তি কলেমা উচ্চারণ করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে' এই মর্মের হাদীছ গুলির আড়ালে স্বেচ্ছাচারীরা নিজে-দেরকে মুসলিম ও তাওহীদবাদী হিসাবে যাহির করতে চায়। অথচ দ্বীনের বাস্তব

Contents

বৈষয়িক দিকটাকে অস্বীকার করে কেবল মুখে কলেমার উচ্চারণ এদেরকে কেমন ভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে ? এরাতো আসলে দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য দুই খোদার উপসনা করতে চায়।

উপরোক্ত মর্মের হাদীছ গুলির তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, কলেমা উচ্চরণ করার পর থেকে কলেমা বিরোধী কোন কাজ যতক্ষণ সে না করবে, ততক্ষণ সে অবশ্যই তৌহিদ-ব'দী মুসলিম হিসাবে গন্য হবে। কিন্তু তাওহীদ বিরোধী কার্য্যকলাপ এবং তাওহীদ বিরোধী আকীদা বিশ্বাস প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে ইসলামের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যাবে। তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ফরয হবে। যেমন হযরত আবু বকর [রাঃ] করেছিলেন। আল্লাহ বলেন—

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও রসূলদের (আনুগত্যের) মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করে। আর বলে যে আমরা কতকের উপর ঈমান আনি ও কতককে অস্বীকার করি। এবং তারা ঈমান ও কুফরের মধ্যে একটা মাঝামাঝি রাস্তা তৈরী করে নিতে চায় এরা সঠিক অর্থেই কাফের। বস্তুতঃ কাফেরদের জন্যে আমি প্রস্তুত করে রেখেছি লাঞ্ছনাকর শাস্তি।' নিসা

প্রশ্ন ৩। আল্লাহ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস ঠিক রেখে যদি অন্য কোন মানুষকে চরমতম শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে তাকে হক-বাতিলের মানদণ্ড বা অভ্রান্ত হিসাবে বিশ্বাস করি তাহ'লে তাওহীদ বিশ্বাসে ত্রুটি আসবে কি।

উত্তর : অবশ্যই আসবে। বরং সে তাওহীদের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যাবে। ইহুদী-নাছারাগণ তাদের আলেম-দেরকে উপরোক্ত মর্যাদায় বসিয়ে-ছিল। আমরা ও আমাদের ইমাম ও পীর-আউলিয়াদেরকে অনুরূপ মর্যাদায় বসাতে চাই। কেউবা কারো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দর্শনকে অভ্রান্ত ভাবছেন ও তার প্রতিষ্ঠার জন্য জানমাল কুরবাণী দিচ্ছেন। এসবই তাওহীদ বিরোধী কার্য্যকলাপ। হযরত আলী [রা] তার একদল অন্ধ ভক্তকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলেন। যদিও তারা মুসলমান ছিল। অতিভক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে 'যিন্দীক' নামে আখ্যায়িত হলো এবং খলীফার বিচারে চরম দণ্ড লাভ করলো। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুণ। আমীন।

—সম্পাদক।

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة التوحيد

ابو محمد عليم الدين

(منتخب من كلام الامام الحافظ ابن القيم ومن كلام الشهيد السيد قطب)

التوحيد اول دعوة الرسل واول منازل الطريق و اول مقام يقوم فيه السالك الى الله فالتوحيد مفتاح دعوة الانبياء كما قال الله تعالى و لقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت (الاية) فالتوحيد اول ما يدخل به فى الاسلام وكان النبى صلعم لما بعث معاذ بن جبل الى اليمن ارشده انك تأتى قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله وحده (الحديث) لان التوحيد حقيقة لا يستقيم امر هذه البشرية الا عليها -

فعقيدة التوحيد العقيدة فى الله وحده لاشريك له لا تحتمل الشركة فى القلب لا من مال ولا ولد ولا وطن ولا صديق ولا قريب فايما شركة قامت فى القلب من هذه واشباهه فهى اتخذ انداد الله وهى الطواغيت فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم (الاية) -

ولكن هذا بعد الابتلاء كما قال الله تعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون (الاية) فهذا فتنة الغربة فى البيئة والاستيحاش بالعقيدة حين ينظر المؤحد فيرى كل ما حوله وكل من حوله منهمكا فى الشهوات وهو وحده موحش غريب وهنالك فتنة اقبال الدنيا على المبطلين تصفق لهم الجماهير وهو مهمل منكر لايحامى له احد ولا يشعر بقيمة الحق الذى عليه الا القليلون من امثاله الذين لا يملكون من امر الحياة معشار ما اوتى المبطلون فكلما اشتد وحشتك فى تفردك فانظر الى الرفقاء السابقين واحرص على اللحاق بهم نوح و ابراهيم و اسماعيل و موسى و عيسى و نبينا محمد و غيرهم صلوات عليهم اجمعين -

فالقلب الذى يوحد الله هذا التوحيد فهو وان كان وحده هو الجماعة على الصراط المستقيم الذى كان عليه الانبياء فهو غريب فى دينه و عقيدته وتمسكه بالسنة فطوبى للغرباء -

(الترجمة فى البنغالية بورق خلافة)
بقلم الادارة

পূর্বোক্ত আরবী প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ

('তাওহীদ' সম্পর্কে হাফেয ইবনুল কাইয়েম ও সাইয়েদ কুতুব শহীদের আলোচনার সারসংক্ষেপ)

—সম্পাদক

মানব সমাজের নিকট রাসূলদের প্রথম দাওয়াতই ছিল তাওহীদের। এবং তাওহীদ হ'লো আল্লাহ্‌র দিকে পথযাত্রীর প্রথম ধাপ। আল্লাহ বলেন 'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠিয়ে এ আহবান জানিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করো এবং 'তাগুত' হ'তে বিরত থাকো'।

অতএব তাওহীদ হ'লো ইসলামে প্রবেশের প্রথম শর্ত। রাসূলুল্লাহ (ছ:) ছাহাবী মু'আয বিন জাবালকে ইয়ামনে পাঠাবার সময় বলেছিলেন, তুমি কেতাবধারী (ইহুদী ও নাছারা)-দের নিকট যাচ্ছো। তুমি তাদেরকে প্রথম দাওয়াত দিবে যেন তারা এককভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করে।' কেননা তাওহীদ হলো মূল বিষয়। এটা ব্যতীত মানুষের কোন কাজ সোজাপথে পরিচালিত হতে পারেনা।

অতপর তাওহীদের আকীদা এমন বস্তু যেখানে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন বস্তুর শরীক করা চলে না, চাই সেটা ধন-সম্পদ হোক, সন্তান সন্ততি হৌক, নিজের দেশ বা বন্ধু-বান্ধব হৌক। অন্তরে এসবের বা অন্য কোন কিছুর প্রতি সামান্যতম শিরক স্থান লাভ করলেও সেটা হবে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে গ্রহণ করা। আর এসবই হ'লো 'তাগূত'। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান আনলো সে একটি মযবুত রশি ধারন করলো, যা ছিন্ন হবার নয়।'

কিন্তু এটা হবে পরীক্ষা গ্রহণের পর। যেমন আল্লাহ বলেন, 'লোকেরা কি একথা ভেবে নিয়েছে যে, বিনা পরীক্ষায় কেবল মুখে 'আমরা ঈমান আনলাম' বল্লেই তারা ছাড়া পেয়ে যাবে?' এখানে পরীক্ষা হবে দু'ধরণের। ১। পরিবেশ বা বিশ্বাসগত একাকীত্ব। যখন তাওহীদবাদী ব্যক্তি দেখবেন যে তাঁর চারপাশে সবাই প্রবৃত্তি পরায়ণতায় ডুবে আছে এবং তিনি একাকী তাদের মাঝে পরিত্যক্ত অবস্থায় বাস করছেন। ২। বাতিল পন্থীদের দুনিয়াবি জৌলুস। লোকেরা তাদেরকে করতালি দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। অথচ তাওহীদ-

বাদী ব্যাক্তি অচেনা ব্যক্তির ন্যায় থাকচ্ছেন। তাকে কেউ সাহায্য করতে ও আসেনা বা তাঁর লালিত সত্যকে কেউ বুঝতেও চায়না অল্প কিছু সংখ্যক লোক ব্যতিত, যারা বাতিল পন্থীদের মোকাবিলায় দুনিয়াবী বিষয়বলীর দশমিক অংশের ও মালিক নয়। অতএব (হে পাঠক) যখন তোমার মধ্যে একাকীত্বের অনুভূতি দেখা দেবে, তখন তুমি তোমার পূর্ববতী বন্ধুদের দিকে দৃষ্টি ফিরাও এবং তাদের সঙ্গে মিলবার জন্য লালায়িত হও। যাদের মধ্যে আছেন হযরত নূহ, ইব্রাহিম. ইসমাঈল, মুসা, ঈসা, ও আমাদের নবী মুহাম্মদ (ছ:) সহ অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ:)।

পরিশেষে যার হৃদয় তাওহীদের জন্য খালেছ হবে, একাকী হ'লেও তিনি নিজেই একটি দল—যা নবীদের অনুসৃত ছিরাতে মস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ ব্যক্তি নিজের দ্বীন আকীদা ও সুন্নাতের অনুসরনের ক্ষেত্রে সঙ্গীহীন। অতএব এই নি:সঙ্গদের জন্যই যাবতীয় সুসংবাদ।

শুভেচ্ছা বাণী

আজিকার এই সুপ্রভাতে 'তাওহীদের ডাক' নামক পত্রিকার মাধ্যমে সাময়িকীর ভুবণে আপনাদের শুভ পদক্ষেপের ধ্বনী শুনতে পেয়ে সত্যই এক মিশ্রিত আনন্দে অভিভূত ও আত্মহারা হলাম। লেখনীর ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক নতুন সংযোজন। তাই এ উপলক্ষে—এর উদ্যোক্তাদের জানাই অজস্র মুবারকবাদ। আমি বিশ্বাস করি এই বিপ্লবী পত্রিকা বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককে শুধু যে সঠীক পথের সন্ধান দেবে তাই নয় বরং আল্লাহর 'তাওহীদ বা একত্ববাদ এবং নবীজীর (সা:) রিসালাত এর ঝাণ্ডাকে বিশ্বমুসলিমের মাঝে সমুন্নত করে তাদের জাতীয় জীবনে জাগিয়ে তুলবে এক অপূর্ব নবজীবনের স্পন্দন।

রাব্বুল আলামীন আপনাদের এই মহান উদ্যোগ ও নিঃস্বার্থ প্রয়াসকে সকল দিক দিয়ে সার্থক ও সাফল্য মণ্ডিত করে ইসলামের অনুশাসনকে বাস্তবায়িত এবং ধর্মীয় অবক্ষয়কে পূর্ণ মাত্রায় রুদ্ধ করার তাওফীক দান করুন এবং আপনাদেরকে উপযুক্ত প্রতিদান দ্বারা পুরুস্কৃত করুণ। আমীন! সুম্মা আমীন !!

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
সভাপতি, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন '৮৫

বিগত ১৮/১/৮৫ শুক্রবার রাজশাহী শহরস্থ রাণীবাজার জামে মসজিদে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের ১ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন জেলার মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যগণ ছাড়াও অনেক কর্মী ও প্রাথমিক সদস্য যোগদান করেন।

বাদ ফজর প্রশিক্ষন শিবিরের শুরুতে দরসে কুরআন পেশ করেন খুলনার জনাব মাওলানা আব্দুর রউফ এবং দরসে হাদীছ পেশ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক জনাব অধ্যাপক আব্দুস সালাম।

বেলা ৯-৩০ মিনিটে ২য় অধিবেশনের শুরুতে তেলাওয়াত ও গযল পেশ করেন যথা-। ক্রমে কাকডাঙ্গা সিনিয়ার মাদ্রাসা (সাতক্ষীরা) শাখা আহলে হাদীছ যুবসংঘের সভাপতি মোহাম্মদ জাহাংগীর ও খয়েরসুতী (পাবনা) শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন।

অতঃপর সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষন দান করেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। (ভাষণের পূর্ণ বিবরণ পরে দেখুন) উদ্বোধনী ভাষণের পর হতে জুমআর নামাযের আগ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সভাপতির পরিচালনায় সংগঠন শিক্ষা ক্লাস চলে।

আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ছিল সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত অধিবেশন। উক্ত তাবলীগী সেমিনারে 'আহ্লেহাদীছ বিদ্যানগনের ইল্মী ও দ্বীনী খিদমত : যুগে যুগে'— শীর্ষক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ পাঠ করেন মেহেরপুর (কুষ্টিয়া) সরকারী কলেজের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রধান জনাব অধ্যাপক এ, এইচ, এম, শামসুর রহমান। অতঃপর 'তাকলীদ ও ইত্তেবা'র পার্থক্য বিষয়ক এক আকর্ষনীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন রাজশাহী নিউ ডিগ্রি গভঃ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক মাওলানা আব্দন্নুর সালাফী। এর পরে 'ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে তাকলীদের অপ প্রভাব" দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মুজাহেদীনদের আত্মত্যাগ যুগে যুগে—' 'সমাজে যঈফ হাদীছ সমূহের—অপপ্রভাব' প্রভৃতি

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা রাখেন যথাক্রমে খুলনার মাওলানা আবদুর রউফ, চাপাই নবাবগঞ্জ হেফজুল উলূম টাইটেল মাদ্রাসার শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুজীবুর রহমান, বাংলাদেশে নিযুক্ত সউদী মুবাল্লিগ মাওলানা আবদুস সালাম আল—মাদানী, অন্যতম সউদী মুবাল্লিগ ও রানীবাযার মাদ্রাসা এশা'আতে ইসলামের সেক্রেটারী জনাব মাওলানা আবদুস ছামাদ সালাফী। প্রতিটি আলোচনা শেষে প্রশ্নোত্তর থাকায় অনুষ্ঠানটি প্রানবন্ত ও প্রলম্বিত হয়।

পরদিন বাদ ফজর 'মাসায়েল শিক্ষা ক্লাস' পরিচালনা করেন শায়খুল হাদীছ জনাব মাওলানা আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন। এই সময় তিনি নতুনভাবে নির্বাচিত যুবসংঘের ছয়জন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যের শপথ পাঠ করান। ইতিপূর্বে রাত তিনটা পর্যন্ত যুবসংঘের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠক চলে। সেখানে অনেক গুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আগের দিনের উন্মুক্ত অধিবেশনে যুবসংঘের শ্রেষ্ঠ শাখা হিসাবে যশোরের কেশবপুর-মনিরামপুর সাংগঠনিক যেলা এবং উন্নতমানের ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষক হিসাবে খুলনা শহর সংগঠনিক যেলা সভাপতি মাসঊদ বিন ইসহাককে পুরস্কৃত করা হয়। শায়খ আলীমুদ্দীন সাহেব এই পুরস্কার বিতরণ করেন।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় সভাপতির

উদ্বোধনী ভাষণ

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله – وبركاته
نحمده و نصلى على رسوله الكريم

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের ১ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনে আগত দেশের বিভিন্ন এলাকার নিবেদিতপ্রাণ মর্দে মুজাহিদ বন্ধুগণ!

আজ যে যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য রাখতে চাচ্ছি, আসুন প্রথমে আমরা সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করি। কেননা সমস্যা চিহ্নিত করতে না পারলে সমাধান বের করা মোটেই সম্ভব নয়।

বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ধর্ম ও বস্তুবাদ বর্তমানে আমাদের দেশে প্রবল স্নায়ুযুদ্ধে লিপ্ত। ১৩শ শতাব্দীতে ইউরোপে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মুখোমুখি সংঘর্ষের পর থেকে বস্তুবাদ বিভিন্ন বেশে বিভিন্ন মতাদর্শের লোকদের মধ্যে ঢুকে পড়তে শুরু করে। পরে ইংলণ্ডের হবস,লক ফ্রান্সের ভল্টেয়ার রুশো, মন্টেস্কু ধর্মের বিরুদ্ধোবাদী চেতনায় বারি

সিঞ্চন করেন। তার কিছু পরে ডারউনবাদ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসে। যদিও ডারউইনের আমলেই বিজ্ঞানীগণ এই মতবাতকে পুরোপুরি কেউই গ্রহণ করতে সম্মত হননি। এমনকি HUXLEY এর মত গোঁড়া সমর্থক পর্যন্ত ও এতে বিশ্বাস স্থাপন করেননি। তবুও 'গোটা বিশ্বপ্রকৃতি কোন অতি প্রাকৃতিক শক্তির সহায়তা ছাড়াই আপনা আপনি চলছে'—বিজ্ঞানীদের আবেগ ভিত্তিক এই অযৌক্তিক দাবীর সমর্থক হওয়ায় এরা সবাই চোখ বুঁজে ডারউইনবাদকে সমর্থন করলেন। ফলে ইউরোপিয় ধর্মবাদী এই বৈজ্ঞানিক নাস্তিকতার শ্রোতের সামনে এতখানি নতজানু হয়ে পড়েন যে, ১৮৮২ সালে ডারউইন মৃত্যুবরন করলে ইংলাণ্ডের চার্চ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেন। তাঁকে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবীতে সমাহিত করার অনুমতিদেন। খৃষ্টান ধর্ম নেতাদের এই পরাজিত মানসিকতা ইউরোপের মাটিতে নাস্তিক্যবাদের শিকড় গাড়তে সাহায্য করে এবং এই আল্লাহ বিরোধী চিন্তাধারাই সেখানে ফ্যাসিবাদ ও বলশেভিকবাদ বিকাশের সুযোগ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ ইংলণ্ডের glorious revolution প্রভৃতি ধর্ম বিরোধী মনোভাবকে আরও মযবুত করে দেয় এবং এবং বস্তুবাদই হয়ে পড়ে যাবতীয় চিন্তা-গবেষনার বিষয়বস্তু।

উনবিংশ শতাব্দীতে এসে এই ধর্ম বিরোধী প্রবনতা দু'টি স্বতন্ত্র ধারায় অগ্রসর হ'তে শুরু করে। ১ম—ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্র হ'তে জীবনকে বস্তুবাদের সর্বাত্মক ধারনার অধীন করে দেওয়া অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্র হ'তে ধর্মকে নির্বাসন দেওয়া। এই দলের নেতৃত্ব ছিল দ্বিমুখী [ক] ধর্মতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে এই দলের নেতা ছিলেন গাফলুক, ডঃ ওয়াটসন, গেষ্টাউলট ফয়েরবাঘ প্রমুখ এবং [খ] রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ছিল কার্লমার্কস, এঙ্গেলস ও তাদের অনুসারীদের হাতে।

২য় ধারাটি ছিল—ধর্মের বিরুদ্ধে কোনরূপ Frontal attack বা সম্মুখ হামলা না চালিয়ে কেবল ক্ষমতার আসন থেকে বিতাড়িত করলেই যথেষ্ট হবে। কেননা জীবনের বাস্তব ও গুরুত্ব পূর্ণ ক্ষেত্র সমূহ থেকে জনগণ যখন ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত হবে, তখন গৃহের ক্ষুদ্র পরিসর হ'তে ও আস্তে আস্তে ধর্ম বিদায় নেবে। কিন্তু যদি উহাকে সম্মুখ হামলা করা হয়। তাহ'লে ধর্মের প্রতি লোকদের স্বাভাবিক প্রবনতা তীব্র হয়ে উঠতে পারে আর তা হবে এক মারাত্মক ভুল। এই অভিনব হেকমতি সন্দেশের seculaism ১৮৩২ সালে ইহা একটি আন্দোলনে রূপ নেয়। জেকব হালেক, চার্লস সাউথওয়েল থামসকুপার, থামসটিয়ারসন স্যার ব্রেড্‌লে প্রমুখ ছিলেন আন্দোলনের নায়ক।

বর্তমান বিশ্বে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে প্রথমোক্ত মতবাদ ও অকমুনিস্ট রাষ্ট্র সমূহে দ্বিতীয় মতবাদের অনুশীলন চলছে। আসলে কম্যুনিজম সেকুলারিজম উভয়ে একই ধর্মবিরোধী বস্তুবাদী ভাবধারা হ'তে উদ্ভূত। উভয়েরই শেষ লক্ষ্য ধর্মকে মানুষের জীবন হ'তে নির্বাসন দেওয়া। বাংলাদেশে কমুনিস্ট ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দুই পরাশক্তির যৌথ মহড়া চলছে। কখনো তারা আপোষে লড়ছে বটে, কিন্তু ইসলামকে ঘায়েল করার ব্যাপারে তারা বিশ্বের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাংলাদেশেও একমত হয়ে কাজ করছে।

অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয় বলে বুঝাতে চান। এমনকি এর পক্ষে তারা কুরআনের অতি পরিচিত কয়েকটি আয়াতখণ্ডকে ও ব্যবহার করেন। আসলে এদেশে যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দলভুক্ত, তাদের সাধারণ সমর্থকরা তো বটেই, নেতাদের মধ্যেও অনেকে হয়তো জানেন না যে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম সরাসরি সংঘর্ষশীল। বরং আমরা মনে করি কতকগুলো ধূর্ত ব্যক্তি বস্তুবাদের আন্তর্জাতিক মোড়লদের ইঙ্গিতে এদেশের সাধারণ ভোটারদেরকে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। দেশের ইয্যত ও জাতির ঈমান ও নৈতিকতার চাইতে নিজ দলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করাই এদের প্রধান লক্ষ্য।

আগেই বলেছি সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দুটিই বস্তুবাদ নামক বিষবৃক্ষের ফল। এক্ষণে আমরা দেখাতে চাইব—এ দু'টি বহুল প্রচারিত মতবাদের সঙ্গে ইসলামের সংঘর্ষের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলি কি কি? কম্যুনিজম ও সোশিয়ালিজম নিয়ে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এ দু'টি মতাদর্শ সামাজিক ও ব্যক্তিগত কোন ক্ষেত্রেই ধর্মকে সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। যদিও কম্যুনিজমের চাইতে সোশিয়ালিজম এক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয়। গোল বেঁধেছে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিয়ে। ধর্ম নিরপেক্ষ লোকেরা ধর্মীয় নাম রেখে ও মাঝে-মাঝে নামায-রোযা করে দিব্যি ভেবে নেন যে, তিনি ইসলামের আর কি-ইবা বাকী রাখলেন। আমেরিকার লোকেরা ঘটা করে বড়দিন পালন করছে, আমরা ঘটা করে শবেবরাত ও মীলাদুন্নবী করছি, তাহ'লে আমরা কেমনে ধর্ম বিরোধী হ'লাম?

বন্ধুগণ! ইসলামের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংঘর্ষের প্রধান ক্ষেত্র হ'লো ৩টি। ইসলামের মতে ইহা একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান। আধ্যাত্মিক বৈষয়িক তথা মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের পূর্ণাংগ হেদায়াত এতে রয়েছে। পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতার মতে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আধ্যাত্মিক বিষয়ের বাইরে সামাজিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে ধর্মের কোন আবশ্যকতা নেই।

২। ইসলামের মতে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হলেন আল্লাহ। আইন ও বিধান দাতা ও তিনি। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সেই আইনেরই বাস্তবায়ন করবে মাত্র—অন্যকিছুই যোগ-বিয়োগ করার ক্ষমতা তাদের নেই। রাষ্ট্রপ্রধান হ'তে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলেই আল্লাহ্‌র গোলাম। সকলেই তাঁর আইনের অনুগত।

পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতার মতে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ট দলই সেই সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করার অধিকারী। তারাই খুশী মত আইন ও সংবিধান রচনা করবে। পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন কিংবা স্থগিত বা বাতিল করার একমাত্র হকদার তারাই। এখানে আল্লাহ্‌র আইনের প্রবেশাধিকার নেই। ফলে পার্লামেন্টের রায় আল্লাহ্‌র আইনের বিরোধী হ'লেও সেটা তাদের দৃষ্টিতে কোন অন্যায় নয়। কেননা এগুলো বৈষয়িক ব্যাপার।

৩। ইসলামের মতে ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড হলো আল্লাহ্‌র অহি। ধর্ম-নিরপেক্ষতার মতে ঐ মাপকাঠি হলো মানুষের জ্ঞান। দল বা দলীয় নেতার সিদ্ধান্ত, General will এর নামে party will বা পার্লামেন্টের রায়ই ন্যায় অন্যায় নির্ধারক মাপকাঠি।

পরিণতিঃ এইভাবে সামাজিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব ও পরকালীন জওয়াবদিহীর অনুভূতি হ'তে মুক্ত হওয়ার ফলে পরিণতি এই দাঁড়িয়েছে যে, মানুষ হক না-হক, সত্য মিথ্যার সঠিক মানদণ্ড লাভ করতে ব্যর্থ হচ্ছে হেদায়েতের আলো প্রজ্জ্বলিত হওয়া সত্বে ও এই সকল বস্তুবাদী চিন্তাধারার ঘন কুয়াশায় মানুষ তা থেকে আলো নিতে পারছেনা। বন্ধুগণ—হেদায়েতের সেই অনির্বাণ দীপশিখা কি? একটু পরেই আমরা সে আলোচনায় আসছি।

এতক্ষণ ধরে ধর্ম ও বস্তুবাদের সংঘর্ষের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, ঐতিহাসিকদের নিকট তা মাত্র ছয় শত বৎসরের ইতিহাস হ'লেও কুরআন পাঠকদের নিকট এই ইতিহাসে কোন নূতনত্ব নেই। বরং পৃথিবীতে মানুষের আগমণের প্রথম থেকেই সত্য ও মিথ্যার এই দ্বন্দ্ব চলে আসছে। যুগে যুগে প্রেরিত নবীগণ সত্যের মশাল নিয়ে এগিয়ে গেছেন। আর বাতিলের শিখণ্ডীগণ তাদের রাষ্ট্রীয়, সামরিক, অর্থনৈতিক তথা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাই ধনী ও গরীবের দ্বন্দ্ব নয় বরং হকও বাতিলের দ্বন্দ্বই মানবজীবনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব।

নবীদের আগমণের সিলসিলা সমাপ্ত ও পূর্ণত্ব লাভ করেছে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা [ছাঃ] এর আগমণে। কুরআনী অহির বাস্তব রূপকার নবী মুস্তফার

শরীয়ত সংক্রান্ত সকল কথা, কাজ ও সম্মতিমূলক আচরণ সবই ছিল অহি নির্দেশিত। যা শরীয়তের পরিভাষায় হাদীছ বা সুন্নাহ নামে অভিহিত।

নবীর মৃত্যু হয়ে গেছে। রেখে গিয়েছেন আমাদের নিকট কেতাব ও সুন্নাতের পবিত্র আমানত। এক্ষণে মুসলিম হিসাবে আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো কেতাব ও সুন্নাতের দিক নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে অভ্রান্ত হেদায়েতের দিকে দাওয়াত দেওয়া। এবং এভাবে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে দুনিয়ার অন্যান্য সকল মতাদর্শের উপর বিজয়ী করার প্রচেষ্টায় নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করা।

আহলেহাদীছ আন্দোলন

বন্ধুগণ! রসূলের রেখে যাওয়া উক্ত আমানতের যথাযথ মুল্যায়ণ ও অনুসরণের ফলে খেলাফতে রাশেদার ৩০ বৎসর শাসনামলে দুনিয়ার মুসলিম এলাকায় এক অতুলনীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু প্রধানত: আন্তর্জাতিক ইহুদীচক্রান্ত ও ও খৃষ্টানী তৎপরতার ফলে মুসলিম জনগণের মধ্যে আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে এক বড় রকমের বিপর্য্যয় দেখা দেয়। রসূলের জীবদ্দশাতেই মুনাফিকদের আচরণে এটার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল এবং খেলাফতে রাশেদার আমলে এদের চক্রান্তের ফলে মর্মান্তিক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটেছিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক বস্তুবাদী দর্শণের কুটতর্কে মুসলমানদেরকে জড়িয়ে ফেলা হয়। বলা বাহুল্য এই সব চক্রান্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জনগণকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মূল উৎস হতে অন্য দিকে ফিরিয়ে নেওয়া।

মুসলিম বাতিলপন্থীদের এই আচরণ লক্ষ্য করে ছাহাবায়ে কেরাম ও হকপন্থী মুসলিমগণ 'আহলে হাদীছ' আন্দোলন শুরু করেন। এবং মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মূল উৎসে ফিরে যাওয়ার আহবান জানাতে থাকেন। প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রা:) মুসলিম যুবকদের দেখলে খুশীতে উদ্বেলিত হয়ে বলে উঠতেন রসূলের অছিয়ত অনুযায়ী তোমরা আমার মুবারকবাদ গ্রহণ করো। ...কেননা তোমরাই আমাদের উত্তরসুরী ও আমাদের পরবর্তী আহলেহাদীছ (হাকেম-১·৮৮)। বুঝা গেল সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম 'আহলুলহাদীছ' ও 'মুসলিম' দুই নামেই কথিত হ'তেন। খেলাফতে রাশেদার আমলে বিজিত দুনিয়ার সকল এলাকার সকল মুসলমান আহলেহাদীছ নামেই অভিহিত ছিলেন। যদিও মুসলিম নামধারী বিদ'আতী তথা বাতিল পন্থীদের অস্তিত্ব সকল যুগেই ছিল। চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে তাকলীদে শাখ্‌ছী তথা ইমামদের প্রতি অন্ধ অনুকরণের বিদ'আত চালু হওয়ার প্রাক্‌কালেও ভারতে মুসলমানদের অধিকাংশই আহলেহাদীছ ছিলেন (আহসান-

৩৮৫)। কিন্তু চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে তাকলীদে শাখছী মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে তার ঢেউ ভারতেও আসে। ফলে আগে থেকেই মানুষ পূজায় অভ্যস্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের নও-মুসলিমরা অনেকেই তাকলীদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এবং নিজেদের বহুদিনের আচরিত বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ ইসলামী রূপ দিয়ে ইসলামী অনুষ্ঠান হিসাবে সমাজে চালু করে দেয়। মানুষের স্বভাবজাত অনুকরণপ্রবনতা ও অনুষ্ঠানপ্রিয়তাই মুসলমানদেরকে তাকলীদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মুসলমান ইসলামের নামে বিভিন্ন অনৈসলামী ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হতে থাকে। আনুগত্যের নামে তারা বিভিন্ন পীর-দরবেশের কথা ও কাজের অন্ধ অনুসরন করতে থাকে। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন মযহাব ও তরীকা গড়ে উঠে। প্রত্যেক মযহাবের ইমাম ও তরীকার পীরগণ সত্যের মানদণ্ড হিসাবে গণ্য হতে থাকেন। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেরা ইচ্ছামত ফৎওয়া চালু করে বিগত কোন বুযর্গ ইমামের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। ইহুদী-নাছারা সমাজ যে তাকলীদে শাখছীর কারনে আল্লাহ্‌র গযবের শিকার হয়েছে। মুসলমানগণও সেই তাকলীদী জাহেলিয়াত'কে বরণ করে নিল। ফলে বস্তুবাদীদের ধারনায় মানুষের জ্ঞানই যেমন সত্যের মানদণ্ড, তাকলীদ পন্থীদের নিকট তেমনি ইমাম বা পীরের ফৎওয়াই হয়ে দাঁড়ালো সত্যের মানদণ্ড—কুরআন বা সুন্নাহ নয়। শুধু তাই নয় তাকলীদ পন্থীগণ নিজেদের রচিত বিদ'আতগুলিকে সপ্রমাণ করার জন্য জাল বা যঈফ হাদীছের আশ্রয় নিতেও কছুর করেনি। সবচাইতে বড় ক্ষতি এর দ্বারা যেটা হয়েছে, সেটা হলো মুসলমানদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর মূল উৎস হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ইমাম ও পীর উপাধী-ধারী কতক মানুষের আনুগত্য শৃংখলে আবদ্ধ করেছে। যদিও কুরআন ও হাদীছের আদেশ নিষেধের সম্মুখে কারও কোন কথার কোন মূল্য নেই।

তাকলীদের দ্বিতীয় ফল হলো এই যে, প্রত্যেক মযহাবের লোকেরা নিজেদের মন-গড়া মযহাবকেই অভ্রান্ত সত্য ভাবতে শুরু করলো এবং অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি হলো। অতিভক্তি ও অতি বিদ্বেষের ফলে শুরু হলো পারস্পরিক হানাহানি। ধ্বংস হলো বাগদাদ, মারভ, নিশাপুর। ঐক্য খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়লো চার মুছাল্লার নামে ঐক্যের মূর্তি প্রতিক কা'বা ঘরের শান্ত চত্বরে। পাক-ভারত বাংলাদেশের সর্বত্র এমনকি মসজিদে ও একত্রে নামায আদায় আর সম্ভব থাকলো না। পারস্পরিক বিয়ে-শাদী সালাম-কালাম পর্যন্ত নিষিদ্ধ হলো। কমবেশী যার রেশ এখনও সমাজে চলছে।

বন্ধুগণ। উপরোক্ত তাকলীদী ফের্কাবন্দী ও দলাদলির জোয়ারে যখন সবাই ভেসে চলেছে, তখন পূর্বের ন্যায় একদল মুসলিম বিদ্বান সবসময়ই এর বিরোধিতা করে এসেছেন। তাঁরা সবসময়ই মুসলিম জনসাধারণকে কুরআন ও সুন্নাহর মূল কেন্দ্রে ফিরে

Contents

এদেশে যাঁরা ইসলামী রাজনীতি করছেন, তাঁরা তাঁদের ভূমিকাতে স্পষ্ট নন। তার কারণ তাঁরা মঞ্চে মিছিলে কুরআন ও সুন্নাহর বৈজয়ন্তী ঘোষনা করলে ও ব্যক্তি-জীবনে তাঁদের অধিকাংশই বিভিন্ন তাকলীদী মযহাব ও তরীকার অনুসারী। যে অনৈসলামী গণতন্ত্রের বরকতে তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা হাছিলের স্বপ্ন দেখছেন, সে গণতন্ত্রে জনগণই খোদা। সংখ্যাগুরুর অত্যাচার সেখানে থাকবেই। তাই কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নিরপেক্ষ অনুসারী হিসাবে যারা দাবী করেন, তাদের পক্ষে এই দাপট নীরবে হযম করা কোনকালেই সম্ভব হবে না। কুরআন ও হাদীছ দুনিয়ায় বহাল তবিয়তে বর্তমান থাক্‌তে ইসলামের নামে কোন নির্দিষ্ট একটি তাকলীদী মতবাদ জাতির স্কন্ধে চেপে বসুক এটা কখনোই তারা বরদাশ্‌ত করবে না।

বন্ধুগণ ! ৬৬টি ইসলামিক পার্টির মধ্যে আমরাও একটি ভোটপ্রার্থী পার্টি হয়ে বিভক্তির কাতার আর বাড়াতে চাইনা। আমরা নিজেরা প্রার্থী না হ'য়ে মুসলিম ঐক্যের পক্ষে বলতে পারেন একটি pressure group হিসাবে কাজ করতে চাই। আমরা উদার ভাবে সকল মুসলমানকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সার্বভৌম অধিকার নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে এক ও ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরমে জমায়েত হওয়ার আহ্‌বান জানাই। আমরা রাজনীতির নামে, ধর্মের নামে, তরীকার নামে, মযহাবের নামে, পীরমুরীদীর ভাগাভাগির নামে আপোষ ভেদাভেদের বিরোধী। আমরা চাই মসজিদ হ'তে বঙ্গভবন পর্যন্ত সর্বত্র আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও রসূলের নিরংকুশ নেতৃত্ব কায়েম হৌক। মানুষের বানানো কেয়াসী মযহাব বা কোন ইজম নয়, বরং কুরআন ও সুন্নাহ হৌক সকল ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র মাপকাঠি।

যুব সমাজ

এদেশের যুব সমাজ রাজনৈতিক নেতাদের লোভনীয় শিকার। যৌবনের উদ্দীপনাকে বিভিন্ন রাজনীতির বলি হিসাবে এদেশে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রত্যেক পার্টি নিজস্ব থিওরী অনুযায়ী এদেরকে শহীদ ও গাযী হিসাবে আখ্যায়িত করছে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন থিওরীর চাকচিক্যে এদের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা বিভ্রান্ত হচ্ছে।

যুব সমাজকে ঐ সকল থিওরীর বেড়াজাল হ'তে মুক্ত করে কুরআন ও হাদীছের অভ্রান্ত সত্যের দিকে দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যেই জন্ম নিয়েছে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ১৯৭৮ এর ৫ই

Contents

ফেব্রুয়ারী ঢাকাতে। আহলে হাদীছ নাম শুনেই আঁৎকে উঠবার কোন কারণ নেই। এটা কোন সাম্প্রদায়িক আন্দোলন নয়। বরং রায় ও বিদ'আত পন্থীদের থেকে নিজেদের বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্য বুঝানোর জন্যেই ছাহাবায়ে কেরামের ন্যায় আমরা এ নামে নিজেদেরকে পরিচিত করতে অত্যন্ত গর্ববোধ করি। ইসলামের নামে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোঠ রচনা করে ও তাদের যুব সংগঠন রচনা করেও যদি সবাই অসাম্প্রদায়িক থাকতে পারেন, তাহ'লে আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক বলার পিছনে যুক্তি কোথায়? আমরা সকল মুসলমানকে মুসলমান হিসাবে বিশ্বাস করি। সকল মুসলমানের পিছনে নামায পড়া ও বিয়ে-শাদী সবকিছু জায়েয মনে করি। তবে একটি ক্ষেত্রে আমরা আপোষ করি না। সেটি হলো শিরক ও বিদ'আতের সঙ্গে আমাদের কোন অবস্থাতেই কোন মিতালী নেই। আর সেকারনেই বিদ'আতীদেরকে মুসলমান হিসাবে স্বীকার করলে ও তাদেরকে আমরা আহলেহাদীছ হিসাবে গ্রহণ করি না। আর তারা ও এই নামটি সংগত কারনেই ব্যবহার করতে ভয় পান।

বন্ধুগণ! আহলেহাদীছ আন্দোলন কখনোই ভোট চাওয়ার আন্দোলন ছিলনা। আজ ও নয়। আমরা চাই মানুষ মানুষের অন্ধ অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে নিরংকুশ ভাবে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য বরণ করে নিক। আর এ পথেই আমরা দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা কামনা করি; অন্য কোন পথে নয়।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের সূর্য্য সারথী আমার তরুণ বন্ধুগণ!

আপনারাই আগামীদিনের ভবিষ্যত। এদেশে আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও রাসূলের নিরংকুশ নেতৃত্ব কায়েম করার দায়িত্ব আপনাদের। আপনাদের প্রতি ফোঁটা রক্ত আল্লাহ্‌র অমূল্য আমানত। আসুন তা ব্যয় করি আল্লাহর পথে, রসূলের পথে, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নির্ভেজাল সত্য কায়েমের পথে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

> বলুন! ইহাই আমার পথ। ডাকি আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহ্‌র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে;
>
> —ইউসুফ ১০৮

Contents

যুব অংগন

এলমের ফজিলত ও আবশ্যকতা

আবুল খায়ের মোহাম্মাদ বাশীর
[মাদ্রাসাতুল হাদীছ শাখা, ঢাকা শহর]

আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন ঃ যাঁহারা ঈমান আনিয়াছে এবং এলম হাছিল করিয়াছে, অল্লাহ-তায়ালা তাহাদিগকে অনেক উচ্চ আসনের অধিকারী করিবেন (২৮ পাঃ ২রুঃ) এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, এলম ব্যতীত মানুষ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। তাই আল্লাহ রসুলুল্লাহ (স:)-কে এলমের উন্নতি এবং জ্ঞান বর্ধনের জন্য দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন। "আপনি বলুন—হে প্রভু! আমার এলম বর্দ্ধিত করিয়া দিন" আল্লাহ তায়ালা পাক কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যাঁহারা আলেম তাহাদের অন্তরেই খোদার ভয় থাকে" (ফাতির ২৮)। এই জন্য দুনিয়ার প্রত্যেক মুসলমানের উপর এলম শিক্ষা করা ফরয (মেশকাত)। একটি শিক্ষনীয় হাদীছ ঃ দামেস্ক শহর মদীনা শরীফ হইতে প্রায় ছয়শত মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে আবু-দারদা (রাঃ) নামক বিশিষ্ট ছাহাবী বাস করিতেন। একদা একব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আবু দারদা [রাঃ] আমি মদীনা হইতে দীর্ঘ ছয়শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আপনার নিকট পৌছিয়াছি, শুধু মাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, আমি শুনিতে পাইয়াছি, আপনি হযরত [সঃ] হইতে এক খানা হাদীস বর্ণনা করিয়া থাকেন, ঐ হাদীস খানা আমি আপনার নিকট হইতে শুনিব, ইহা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে আমি এখানে আসি নাই। তখন আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, আমি হযরত [সঃ] কে বলিতে শুনিয়াছি [১] যে ব্যক্তি এলম হাছিল করার জন্য পথ অতিক্রম করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য বেহেশতের পথ সহজ ও সুগম করিয়া দিবেন। (২) নিশ্চয়ই জানিও দ্বীনের শিক্ষা ও জ্ঞান অন্বেষনকারী তালেবে এলমকে সন্তুষ্ট করার জন্য ফেরেশতাগণ তাহাদের সম্মুখে ডানা বিছাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং ফেরেশতাগণ তালেবেএলমগণের খেদমতে রত থাকেন। [৩] সাত আসমান ও ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত সকল জীব এমনকি পানির মধ্যে অবস্থানকারী মৎস্য জাতীয় জীব জন্তু পর্যন্ত আলেমের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে

থাকে। [৪] একজন শরীয়তের অনুসারী খাঁটি আলেম যিনি সর্বদা এলম চর্চায় রত থাকার দরুণ অন্য কোনও নফল এবাদৎ বা অজিফা ইত্যাদির সময় পান না, তাহার মর্যাদা ও ফজিলত একজন এলমহীন আবেদ নফল এবাদৎ বন্দেগীতে মশগুল ব্যক্তির তুলনায় এরূপ যেমন পূর্ণিমার চাঁদের মর্য্যাদা সাধারণ নক্ষত্রের উপর পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। (৫) নিশ্চয় জানিও আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী এই পৃথিবীতে নবীগণের পরিত্যক্ত সম্পত্তি একমাত্র এলম। যে ব্যক্তি উহা হাসিল করিয়াছে সে অতি মূল্যবান সম্পদ লাভ করিয়াছে [মেশকাত] বোখারী শরীফে শুধু ৫নং ও ১নং উল্লেখ আছে।

আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদিগকে এই এলম শিক্ষা করার তৌফিক দান করেন। আমিন।

॥ তাওহীদের ডাক ॥

আবদুল হাকিম গোলদার
(লস্কর শাখা, পাইকগাছা, খুলনা)

তাওহীদের ডাক এসেছে কে যাবি তোরা আয়
পূর্ণ ঈমান রাখবো মোরা লা-শরীক আল্লায় ॥

কারো হুকুম মানব না মোরা আল্লার হুকুম ছাড়া
আল্লা'র হুকুম কায়েম করব, পণ করেছি মোরা ॥

আল্লা'র শরীক করছে যারা এই দুনিয়ার মাঝে
আমরা শরীক হব না ভাই তা'দের কোন কাজে ॥

ধনবল, লোকবল যতই তাদের থাকুক
তাতে মোরা ভয় পাব না মৃত্যু যদিও আসুক ॥

জিহাদের পণ নিয়ে মোরা তাদের সাথে লড়বো
অসত্যের পতন ঘটিয়ে মোরা নতুন দেশ গড়বো ॥

হুকুম দেওয়ার মালিক খোদা, আরতো কেহ নয়
খবর আছে দেখ খুলে আল-কুরআনে কয় ॥

সত্য ভেজাল এক সাথে তো থাকে না কোন দিন
মিথ্যা সকল দূরে যাবে সত্য হবে আমিন ॥

দীন দুনিয়ার মালিক খোদা আরতো কেহ নয়
উপসনা করব তারি আরতো কারো নয় ॥

Contents

মহিলা মাহ্‌ফিল

ধনী ব্যক্তির উদররোগ দরিদ্রের ক্ষুধার প্রতিশোধ

—শামীম আখতার এম. এ আরবী ফার্ষ্ট ক্লাস।

গতকাল বিকেলে এক বিত্তশালী বন্ধুর সহিত সাক্ষ্যাতের জন্য বের হলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম যে, বাড়ীর বাইরের বারান্দায় দু'হাতে পেট চেপে ধরে এক দরিদ্র লোক গড়াগড়ি দিচ্ছে। তার করুণ অবস্থা দেখে আমি তার অসুবিধার কথা জানতে চাইলাম। লোকটি জানালো যে, সে তিন দিন থেকে কিছুই খায়নি। তাই ক্ষুধার জ্বালায় তার পেটের নাড়িভূঁড়ি ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। তার দুঃখের কথা শুনে আমার দয়া হলো। আমি বাড়ী হতে তাকে কিছু খাবার এনে দিলাম। খাবার খেয়ে সে কৃতজ্ঞতা চিত্তে বিদায় নিল।

তারপর আমি সেই বিত্তবান বন্ধুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সেখানে গিয়েই দেখলাম যে, ঐ দরিদ্র লোকটির ন্যায়—বন্ধুটি ও দু'হাতে পেট চেপে ধরে বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। আমি তার এরূপ গড়াগড়ি দেয়ার কারণ জানতে চাইলে সে জানালো যে, অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের ফলে তার পেটে ব্যথার সৃষ্টি হয়েছে। বন্ধুর কথাশুনে দরিদ্র লোকটির ছবি আমার মানসপটে ভেসে উঠলো। আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে ভাবতে লাগলাম যে, মানব সমাজের শক্তিশালী অর্থ-লোলুপ বিত্তশালী সম্প্রদায় কতই না অত্যাচারী! তাদের অন্তর সমূহ কতই না নির্দয়! যদি তা না হতো, তবে এ সমাজে অনাবিল সুখ-শান্তি বিরাজ করতো। এই বিত্তশালী বন্ধুটি যদি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য নিজে গ্রহণ না করে ঐ দরিদ্র লোকটিকে দান করতো, তবে তাদের কেউই ব্যথায় কষ্ট পেতনা। ধনী বন্ধুটির উচিত ছিল ঐ পরিমাণ খাবার গ্রহণ করা, যে পরিমাণ খাবার তার ক্ষুধা মিটাতে সক্ষম। কিন্তু সে স্বার্থপরের ন্যায় দরিদ্রলোকটির অংশ হরণ করে উহা তার খাবারের সংগে একত্রিত করেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা তার এ নির্দয়তা এবং স্বার্থ পরতার বিনিময়ে পেট ব্যথার দ্বারা তাকে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করেছেন। তাই তো অত্যাচারীর জন্য অত্যাচার লাভ-

Contents

জনক হয়না এবং তার জীবনও তার জন্য সুখকর হয়না। আর এ জন্যই বলা হয়ে থাকে—"ধনী ব্যক্তির উদররোগ দরিদ্রের ক্ষুধার প্রতিশোধ।"

আকাশ বৃষ্টির পানি বিতরণে কার্পন্য করেনা, ভূপৃষ্ঠ উহার উদ্ভিজ্য উৎপাদনের ব্যাপারে কুন্ঠিত নহে। কিন্তু অর্থ-পিপাসু ধনী ব্যক্তিগন গরীবদের অংশ প্রদানে বিদ্বেষ পোষন করে। তারা গরীবদের প্রাপ্য হরণ করে নিজেদের ধন-ভাণ্ডার বর্ধিত করে। ফলে গরীবেরা নিঃস্ব ও সম্বলহীন হয়ে পড়ে এবং সুখী ও সম্পদ শালীদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী ও অসন্তোষ প্রকাশকারী হয়ে উঠে।

সম্পদশালী ব্যক্তি নিজের উদর পূর্ণ করে নরম বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়। অথচ সে জানে যে, তারই দরিদ্র প্রতিবেশী শীতের প্রকোপে অতিষ্ঠ হয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করে। সে তার সুন্দর টেবিলের সম্মুখে উপবেশন করে বিভিন্ন প্রাকারের উপাদেয় খাদ্য গ্রহণ করে অথচ সে জানে যে তারই দরিদ্র আত্মীয় স্বজনের মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছে, যার নাড়িভূঁড়ি তার খাবার টেবিলের উচ্ছিষ্ট খাদ্য টুকরা সমূহের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে এবং উহার লোভে তার মুখে লালা প্রবাহিত হয়। গরীবদের এ সকল দুঃখ কষ্ট সম্পর্কে তার এ জ্ঞান তার খাদ্যাকাঙ্খাকে দমন করতে পারেনা। ধনীদের মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছে যার অন্তরে দয়ার উদ্রেক হয়না এবং লজ্জাশরম যার রসনাকে সংকুচিত করেনা। তাই সে অনবরত গরীবদের নিকট স্বীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দের কাহিনী বর্ণনা করে তাদের অন্তরকে ভেঙ্গে চুরমান করে দেয় এবং তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। ধনী ব্যক্তি প্রতিটি বাক্য এবং প্রতিটি গতি-বিধির ভিতর দিয়ে যেন এ কথাই বলে "আমি যে ভাগ্যবান যেহেতু আমি ধনী, আর তুমি হতভাগ্য যেহেতু তুমি দরিদ্র।"

ধনী ব্যক্তি তার গৃহের আসবাব পত্র এবং তার বাহন জন্তুগুলিকে যেমন নিজ ইচ্ছানুযায়ী কাজে লাগায়, ঠিক তেমনি গরীব দেরকে ও নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিয়োগ করে। যদি সে [ধনী] তাদের [গরীব] আনুগত্য ও তার সম্মুখে তাদেরকে বিনয়াবনত দেখে আনন্দ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে তাদের উপর নিজের বেঁচে থাকাকে প্রাধান্য না দিত, তবে সে চুষে খেত তাদের রক্ত, যেমন সে তাদের জীবিকা কেড়ে নিয়েছে। এবং সে তাদেরকে জীবন হতে বঞ্চিত করতো, যেমন সে তাদেরকে জীবনের আনন্দ উপভোগ হতে বঞ্চিত করেছে।

আমি ধারণাও করতে পারিনা যে, মানুষ মানুষরূপে গন্য হবে কিরূপে, যতক্ষণ না আমি তাকে পরোপকারী দেখতে পাব। পরোপকার ব্যতীত মানুষ ও পশুর মধ্যে

কোন পার্থক্য আছে বলে আমি বিশ্বাস করিনা। আমি মানুষকে তিনটি শ্রেণীভুক্ত মনে করি [ক]ঃ—কোন কোন লোক অন্যের উপকার করে বটে, তবে সে তার উপকারকে নিজের ব্যক্তিগত উপকার লাভের একটি উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। আর এই ব্যক্তিই স্বেচ্ছাচারী উৎপীড়ক। মানুষকে দাসে পরিণত করা ছাড়া পরোপকারের আর কোন অর্থই সে উপলব্ধি করতে পারেনা। [খ] কোন কোন লোক শুধু নিজেরই উপকার করে, অন্যের কোন উপকার করেনা। এ ব্যক্তি সেই কুকুর সদৃশ্য লোভী যে, যদি সে জানতো যে, প্রবাহমান রক্ত কঠিন স্বর্ণে পরিণত হয় তবে সে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থে সমস্ত মানুষকে হত্যা করতো। [গ] এ প্রকারের লোক সেই ব্যক্তি, যে নিজেরও কোন উপকার করেনা, অন্যের ও কোন উপকার করেনা। এ ব্যক্তি সেই নির্বোধ কৃপণ, যে তার সিন্দুক কে পূর্ণ করার জন্য নিজের উদরকে ক্ষুধার্ত রাখে।

অতএব চতুর্থ ঐ ব্যক্তি যে অন্যের উপকার করে এবং নিজের ও উপকার করে। তার স্থান আমি জানিনা এবং তার নিকট পোঁছার কোন পথ ও খুঁজে পাই না। আর আমি মনে করি যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, গ্রীক দার্শনিক ডায়োজেনিস যাকে অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি দিনের আলোকে প্রদীপ নিয়ে ঘুরাফেরা করছিলেন। তাকে জিজ্ঞসা করা হলো যে তিনি দিনের বেলা প্রদীপ নিয়ে কি করছেন? জওয়াবে তিনি বলেছিলেন আমি মানুষ খুঁজছি।"

[মিশরীয় গল্পের অনুবাদ]

'ইসলাম'

মোসাম্মাৎ সেতারা খাতুন
শিবনগর বহলাবাড়ী শাখা আহলেহাদীছ
মহিলা সংস্থা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ইসলাম নারীর প্রতীক স্বরূপ
ইসলাম নারীর মন্ত্র,
ইসলাম নারীর অঙ্গের ভূষণ
ইসলাম নারীর অস্ত্র।
তাইতো বলি দুনিয়ার মানুষ
ইসলাম কেন ছাড়ল,
ইসলাম ছেড়ে মানুষ কেন
আজ অধঃপতনে নামল।
সাবধান নারী তোমরাও আজ
যাচ্ছো অধঃপাতে
ইসলাম ছেড়ে নরকে বাস
চিরদিন রেখোমনে।
নারীরা আজ অসভ্য হয়ে
সমাজের চোখে ঘুরে,
নারীরা আজ নামায রোযা
হুকুম লংঘন করে।
হুঁসিয়ার নারী বিপথ গামী
হও যদি এর পর,
খোদার গযবে তোমাদের জীবন
হয়ে যাবে ছারখার।
দুনিয়ার সুখ বড় সুখ নয়
আখেরের সুখ বড়,
তাইতো বলি খোদার রজ্জু
শক্ত হাতে ধর।

সংগঠন সংবাদ

[ক] বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ ঃ—

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের ৫ম জাতীয় কন্‌ফারেন্স আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১লা ও ২রা মার্চ '৮৫ মোতাবেক ১৬, ১৭ ও ১৮ই ফাল্গুন '৯১ রোজ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার ঢাকার ৭৮, উত্তর যাত্রাবাড়ী জমঈয়ত মিলনায়তন প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হ'বে। কা'বা শরীফ ও মদীনার মসজিদে নববীর বুযর্গ ইমামগণ, রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল; ইসলামী সম্মেলন সংস্থার [ও, আই, সি,] সহকারী সেক্রেটারী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর-সহ সউদী আরব, কুয়েত, পাকিস্তান ও হ'তে মোট ২৬ জন সম্মানিত মেহমান উক্ত সম্মেলনে তাশরীফ রাখছেন ইন্‌শা আল্লাহ। ২/৮৪ সার্কুলারের মাধ্যমে আহলে হাদীস যুবসংঘের সকল শাখাকে উক্ত জাতীয় কন্‌ফারেন্স সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানোর ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

[খ] বাংলাদেশ আহলে হাদীছ যুবসংঘ ঃ—

বিগত ৩১শে আগষ্ট ৮৪ শুক্রবার যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় মাদ্রাসা মার্কেট [৩য় তলা], রাণীবাজার, রাজশাহীতে বাংলাদেশ আহলে হাদীছ যুবসংঘের প্রথম কেন্দ্রীয় সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নোক্ত মজলিসে শূরা ও কর্ম পরিষদ আগামী দু'বছরের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত ও অনুমোদিত হয় এবং এতদ্বারা পূর্বের কেন্দ্রীয় এড-হক কমিটি বাতিল ঘোষিত হয়।

কেন্দ্রীয় মজলীসে শূরা ঃ

১।	মাওলানা শামসুদ্দীন	ঢাকা শহর
২।	,, আবু বকর	মেহেরপুর
৩।	,, মহিউদ্দীন	সাতক্ষীরা

Contents

৪।	মাওলানা আসাদুল্লাহ আল-গালিব	সাতক্ষীরা
৫।	মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৬।	,, সিরাজুল ইসলাম	,,
৭।	মাওলানা আতিয়ার রহমান	পাবনা শহর
৮।	মৌ: নাছীরুদ্দীন	খুলনা শহর
৯।	মাওলানা এনামুল হক	কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ
১০।	মুহম্মদ ওছমান গনী এম, এ	দিনাজপুর
১১।	,, মোসলেম উদ্দীন	ঝিনা, রাজশাহী
১২।	,, মোরশেদ আলম	কেশবপুর, যশোর
১৩।	মৌঃ আনীসুর রহমান ফারূকী	পাইকগাছা, খুলনা
১৪।	,, আনীসুর রহমান	গাইবান্ধা
১৫।	,, গোলাম কিবরিয়া	[পদাধিকার বলে]

কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ ঃ

১।	অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	সভাপতি
২।	মাওলানা শামসুদ্দীন	সহ-সভাপতি
৩।	মাওলানা আতিয়ার রহমান	সহ-সভাপতি
৪।	মুহাম্মদ মুনীরুল ইসলাম	সাধারণ সম্পাদক
৫।	,, সিরাজুল ইসলাম	সাংগঠনিক সম্পাদক
৬।	,, এনামুল হক	তাবলীগ সম্পাদক
৭।	,, আব্দুল হাফীয	অর্থ সম্পাদক
৮।	,, ওছমান গনী	সাহিত্য ও সমাজ কল্যান সম্পাদক
*৯।	,, আব্দুল্লাহিল কাফী	পাঠাগার সম্পাদক
১০।	,, গোলাম কিবরিয়া	দফতর সম্পাদক

*মাদ্রাসা পরিবর্তন জনিত কারনে বর্তমানে উক্ত দায়িত্ব পালন করছেন মুহাম্মদ তরিকুল ইসলাম।

[গ] আহ্‌লে হাদীছ মহিলা সংস্থা ঃ

ইসলামী মহিলা সেমিনার : বিগত ৯ই নভেম্বর '৮৪ শুক্রবার সকাল ৯টায় চাতরা ও শিবনগর-বহলাবাড়ী শাখা আহ্‌লে হাদীছ মহিলা সংস্থার যৌথ উদ্যোগে চাঁপাই নবাবগঞ্জ

জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত শিবনগর প্রাইমারী স্কুলে একটি ইসলামী মহিলা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। চাত্‌রা আলিয়া মাদ্রাসার সুপার জনাব হাফেয মাওলানা আব্দুছ ছামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন আহ্‌লে হাদীছ মহিলা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক বাংলাদেশ আহ্‌লে হাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং রাজশাহী জেলা জম-ঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের সহ-সম্পাদক ও বাংলাদেশে নিযুক্ত অন্যতম সঊদী মুবাল্লিগ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ও স্থানীয় সুধীবৃন্দ।

বক্তাগণ মহিলা সমাজের মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক একটি তাকলীদ মুক্ত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাঁরা নারী নিগ্রহ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারী সমাজকেই প্রধান ভূমিকা নিয়ে একটি ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের নামে এক মজলিসে একই সময়ে তিন তালাকের প্রথা ও লজ্জাষ্কর 'হিল্লা' প্রথা ও যৌতুক প্রথা বিলোপের পক্ষে নারী সমাজকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁরা সরকারের যৌতুক বিরোধী আইনকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ও দাবী জানান।

সেমিনারে মহিলা সংস্থার পক্ষ হ'তে বক্তব্য রাখেন শিবনগর-বহলাবাড়ী শাখার সভানেত্রী ও সম্পাদিকা যথাক্রমে স্থানীয় কানসাট কলেজের ছাত্রী মোসাম্মাৎ যাকেরা খাতুন ও মাদ্‌রাসা ছাত্রী মোসাম্মাৎ সেতারা খাতুন, চাত্‌রা শাখার সভানেত্রী ও সদস্যা মাদ্রাসাছাত্রী তাকলেমা খাতুন ও শুকতারা খাতুন।

সেমিনারে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হ'তে স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রীসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা যোগদান করেন।

الشرك خمسة أنواع o الشرك في العبادة o الشرك في العلم o الشرك في التصرف o الشرك في العادة o الشرك في المحبة -

শিরক পাঁচ প্রকারের ঃ উপাসনাগত শিরক ● জ্ঞানগত শিরক ● ব্যবহারগত শিরক ● অভ্যাসগত শিরক ● ভালবাসায় শিরক!

সংবাদ কনিকা

ডিগ্রি মানবতার মাপকাঠি নয়

৯ই ডিসেম্বর '৮৪ সকালে হঠাৎ শুনলাম যে ডঃ মুজীবুর রহমানের চাকুরী নেই। বিনা মেঘে বজ্রপাত। বিস্ময়ে হতবাক হ'লাম। দুঃখে অভিভূত হ'লাম। কিন্তু কারণ। তালাশ করে দেখি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের একই পদমর্য্যাদার অধিকারী ডক্টরেট ডিগ্রিধারী তাঁরই সহকর্মী বন্ধুর কালো হাতের কারসাজি এসব। বিস্ময়ে ঘোর কেটে গেল। গর্জে উঠ্‌লো বিবেক। প্রতিবাদ করলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। কাজ না হওয়ার ধর্মঘটে নেমে গেলেন সবাই একযোগে সমর্থন যোগালেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, অফিসার বিভিন্ন ছাত্র ও যুবসংগঠন সহ বহু সাংবাদিক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবি ও দেশের আপামর জনসাধারণ। সরকার নিজেকে বাঁচাবার জন্য বিবৃতির মাধ্যমে কিছু বলতে চাইলেন কিন্তু কিছুই ধোপে টিকলোনা। অবশেষে সত্যের জয় হলো। দীর্ঘ একমাস আটদিন পরে এক সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে ডঃ মুজীবুর রহমান বিনাশর্তে চাকুরীতে পূর্ণবহাল হলেন। আলহাম্‌দুলিল্লাহ।

সবাই যখন আনন্দে উদ্বেলিত, তখন উক্ত সহকর্মী বন্ধু বিভাগীয় বৈঠকে একদিন সকল শিক্ষককে শুনিয়ে বল্লেন 'আমি কিন্তু হাইকোর্টে রীট করবো, আপনাদেরকে জানিয়ে রাখলাম।' সুন্দর রসিকতা আর কি! বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গত ২০-১-৮৫ তারিখের মুলতবী সাধারণ সভায় উক্ত শিক্ষকের এক হীন মানসিকতার তীব্র নিন্দা করেছেন। দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলার বাণী প্রভৃতি পত্রিকাসহ কর্মচারী ও জনসাধারণ নির্বিশেষে সকলের মুখে উক্ত শিক্ষকের নিন্দা শোনা গেলেও তিনি কিন্তু নির্বিকারচিত্তে হেসে কথা বলেন এবং দাবী করেন যে, 'আমি সুবিচার পাইনি আমরা জানিনা এত কিছুর পরেও আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে কোন্‌ কঠিন বিচারের কামনা তিনি করছেন। এজন্যেই তো বলে ডিগ্রি মানবতার মাপ কঠিন নয়।

التوحيد ثلاثة – التوحيد في الربوبية ○ التوحيد في الأسماء
والصفات ○ التوحيد في العبادة –

তাওহীদ তিন প্রকারের ১। প্রতিপালক হিসাবে একত্ব ২। নাম ও গুণাবলীর একত্ব ৩। ইবাদতের একত্ব। শেষোক্ত তাওহীদ না থাকাই সমাজ বিপর্য্যয়ের মূল কারণ।